শৈব্যাসুন্দরী।

পৌরাণিক নাটক।

SHYBASOONDARY.

A

TRAGI-COMEDY.

In Four Acts.

'শশিকলা', 'চন্দ্রলেখা', 'বেশ্যানুকৃতি বিষম বিপত্তি',
'এই কলিকাল' প্রভৃতি নাটককারের
প্রণীত।

কলিকাতা।

১৬৭ নং করণওয়ালিস ষ্ট্রীট রাজকীয় যন্ত্রে
শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৩ সাল।

উৎসর্গ।

বঙ্গকুলকামিনী অগ্রগণ্যা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভুবনেশ্বরী দেবী
মহোদয়া সমীপেষু।

দিদি !

আপনি আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করেন ও ভাল বাসেন তাহাতে আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। এমন সঙ্গতি নাই যে কৃত উপকারের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিশোধ প্রদান করিতে পারি। আপনার নিকট আমার দুই কন্যা-নীরদ ও বিনোদ আছে এবং আপনি তাহা-দিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতেছেন। সম্প্রতি আমার আর একটী কুমারী শৈব্যাসুন্দরীকে আপনার কোমল হস্তে অর্পণ করিলাম। যদি শৈব্যা আপনার সরল-হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্তও সন্তোষ প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলেই আমার শ্রম এবং যত্ন সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
৭৯ নং আহিরীটোলা
১৫ই ভাদ্র সন১২৮৩সাল।

একান্ত আশ্রব।
শ্রীরাধামাধব শর্ম্মণঃ।
হালদারোপাধিকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিশ্বামিত্র	ঋষি।
হরিশ্চন্দ্র	সূর্য্যবংশীয় রাজা।
লম্বোদর	হরিশ্চন্দ্রের বয়স্য।
বিঘ্নরাজ	দেবচর।
মন্ত্রী	হরিশ্চন্দ্রের মন্ত্রী।
রোহিতাশ্ব	হরিশ্চন্দ্রের পুত্র।
কৌণ্ডিল্য	ব্রাহ্মণবেশধারী ধর্ম্ম।
বীরবাহু	চাণ্ডাল বেশধারী ইন্দ্র।

পরিচারক, অমাত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শৈব্যা	মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী
বিদ্যাত্রয়	দেবরাজের নর্ত্তকী।

পরিচারিকা ইত্যাদি।

নিবেদন

এই নাটকখানি আমি দশবৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করি। পূর্ব্বে ইহা মুদ্রাঙ্কন করিবার আমার অভিলাষ ছিল না। একদা বান্ধবর মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটকখানি পাঠ করিয়া আমার অনিচ্ছা মুদ্রাঙ্কন করিতে দেন। কবিবরের অকাল মৃত্যু জন্য এক ফরমা মাত্র ছাপা হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহার পর সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় পুনর্ব্বার নাকটখানির কয়েকটী ফরমা ছাপা সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাঁহারও পীড়ানিবন্ধন অদ্য ৪ বৎসর হইতে কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকায় এপর্য্যন্ত নাটকখানি সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্প্রতি রাজকীয় যন্ত্রাধ্যক্ষের যত্নে নাটকখানি ছাপা শেষ হইয়া প্রকাশিত. হইল। এই নাটকখানি বিক্রয় দ্বারা যে লভ্য হইবেক, তাহা সমস্তই মৃত কবিবরের পুত্র কন্যাগণের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবেক।

গ্রন্থকার।

শৈব্যাসুন্দরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[তপোবন সন্নিকটস্থ পুষ্পকানন।]

(বিশ্বামিত্র ঋষির প্রবেশ।)

গীত।

বিশ্বা। রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

তার হে তারক ব্রহ্ম, এ দীন অধম জনে।
জন্মাবধি চিরদাস, আছি প্রভু শ্রীচরণে॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী, দাম্ভিকের দর্প হারী,
সুশীল মনোবিহারী, ওহে দয়াময়।
ডাকে এ কাতর জনে, স্থান দিও শ্রীচরণে,
ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে মনে, হেরি যেন নিত্যধনে

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক) ওঁ নারায়ণ পরাবেদাঃ, নারায়ণপরাক্ষরঃ।
নারায়ণ পরামুক্তিঃ, নারায়ণ পরাগতিঃ॥

হে তারক ব্রহ্ম! তব অপরূপ লীলা,
কে বুঝিতে পারে ভবে? সর্ব্বেশ্বর তুমি!
রচনা কৌশল তব, করি বিলোকন,
কার না উপজে মনে, বিচিত্র মহিমা

মায়াময়! এই ছিল ধরা অন্ধকার;
মহাঘোর তমস্বিনী আবরিয়া ধরা
করেছিল দৃষ্টিভ্রম, অখিল জগতে
অপ্রকাশ ছিল সব স্থাবর জঙ্গম!
এখনি রূপসী ঊষা জ্বালিয়া দেউটি
দেখাইয়া দিল পথ, তিমিরান্ধ জনে!
অরুণে সারথি করি, দেব দিবাকর,
উজলি পর্ব্বত শৃঙ্গ, নামি মধ্য ভাগে,
ক্রমে গিরি পদতল করিয়ে চুম্বন,
আলোকে করিলা ব্যাপ্ত, অদৃশ্য সংসার!
নিশাকালে জীবজন্তু, হয়ে অচেতন
কীটাণু পতঙ্গ সনে, বিশ্রাম নিদ্রায়
অভিভূত ছিল সবে বিশ্রাম শয্যাতে
ভুলি চিন্তা; চিন্তাহরা নিদ্রার প্রসাদে।
আবার জাগিল সবে, মায়িক সংসারে,
প্রবেশিল কার্য্যক্ষেত্রে। তরুণ অরুণ
আবার ভুলালে সবে, মোহিনী মায়ায়।
পশুপক্ষি নর কীট, সজীব সৃজন
ছড়াইল চারিদিকে তেজিয়ে আবাস।
কার কার্য্য? কার্য্যেশ্বর! কার্য্যক্ষেত্র কার?
সকলি তোমার লীলা, ক্রিয়া অপরূপ!
শিশুসম ক্রীড়া কর, ক্রিয়ারূপ ছলে।
কে জানে মহিমা তব, কে বুঝে কৌশল,
আমিভ্রান্ত শ্রেষ্ঠ নর মোহিত মায়ায়।

আবার পূরিল বিশ্ব মহাকোলাহলে,
শাখীপরে পাখী সব, দ্বিজরূপ ধরি,
গাইল প্রভাতী গীত, যথা দ্বিজগণ
মোহিয়া ব্রহ্মের তত্ত্বে করে সামগান।
পশুকুল ধরি পুন নিজ নিজ রব,
চৌদিকে চরিতে যায়; দ্বিজকুল সবে
বেদপাঠে মগ্ন হন নির্ব্বাণ ইচ্ছায়।
মাতৃক্রোড়ে কাঁদে শিশু, স্তন্যপান আশে,
গায় শাখে পিকবর, কুহু কুহু রব।
হম্বা রবে গাভীগণ, গোঠের রাখাল
ধাইছে নিনাদ করি, ত্রস্ত গোচারণে।
নানা স্বরে নানা জীব, করিয়া চীৎকার,
আহ্বানিছে প্রভাকরে, হেরিতে জগতে।
একতান স্বর যেন, মিলি এক রবে
করিছে জীবের কর্ণে সুধা-বরিষণ।
কি অপূর্ব্ব বিশ্বদেব! সর্ব্বজ্ঞানী তুমি,
তুমিই বুঝিতে পার, এ স্বরের স্বর,
যে স্বরে, বিস্ময়ে তত্ত্ব বিনশ্বর নর।
দিশি দিশি পূর্ণ হোল মহা কলরবে—
কলরব ভেদি তোমা করিছে প্রণাম॥
যা হোক্ এসব আর করি বিলোকন—
কেন ভুলে থাকি আমি আপনার কাজে।
পুষ্প তুলি ইষ্টদেবে করিতে অর্চ্চন
ভক্তিভাবে—এ কি দৃশ্য! এ কি চমৎকার!

একটীও ফুল আজ, না হেরি কাননে!
কেন? এ কি? ফুটে নাই একটীও ফুল?
'অসম্ভব! পুষ্পশূন্য পবিত্র কানন?
অনুমানে জ্ঞান হয়, কোন পাপাশয়,
প্রত্যুষে অজ্ঞাতে পুষ্প করিয়াছে চুরি!
দেখিব তাহারে আমি, কেবা কি সাহসে
প্রবেশে এ দেবারণ্যে? গুপ্ত চোর হোয়ে
চয়িতে দেবের পুষ্প, না মানে হৃদয়ে
শঙ্কা? থাক দুষ্ট! আমি দেখাব তোমায়?
সাক্ষী থাক চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল,
সাক্ষী থাক, পয়োনিধি অতল জলধি,—
সাক্ষী থাক, ত্রিদেবের দশ দিক্‌পাল,
পুন যদি গুপ্তভাবে, প্রবেশে তস্কর
হরিতে দেবের পুষ্প, এ উদ্যানে মম,
দিনু শাপ মর্ম্মভেদী, লতাপাশ জালে
বন্দি হবে হস্ত তার, হেরিব প্রভাতে।
যদি আমি দেবব্রতে হয়ে থাকি ব্রতী,
যদি ভগবানে মতি, অবিচলা হয়,
তাঁহা বই যদি মম, রতি নাহি থাকে
অন্য পথে, অবশ্যই ফলিবে সে ফল;—
অবশ্যই লতাজালে হইবে বন্ধন,
অবশ্য সফল হবে মম অভিলাষ॥

যাই আর বৃথা কালক্ষেপের আবশ্যক নাই, স্থানান্তর হতে কুসুম চয়ন করে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করি গিয়ে।

(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তপোবন সন্নিহিত প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান।

—০—

(বিঘ্নরাজের প্রবেশ)

বিঘ্ন। এই তো—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কানন—
কাঁপিতেছে দেবগণ যাঁর তপোবলে,
বলেছেন মোরে তাঁরা তপ ভাঙ্গিবারে ;—
আমার অসাধ্য কিবা আছে এ জগতে ?
না পারি করিতে আমি হেন কিবা কাজ ?
কৌশল, কল্পনা, কত শত করে লোকে,
মম দৃষ্টিপাতে ধূমাকারে লয় পায়,—
মনেতে মিলিয়ে যায় নিষ্ফল বাসনা।
ডরে না এ ধরা মাঝে হেন কেবা আছে ?
মহা ঘোররূপ বিঘ্নরাজ মম নাম।
শম্ভুর সমাধিভঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ নাশ,
হরপার্ব্বতীর ক্রীড়া আদি—বিঘ্ন দাতা,—
ত্রিজগত মঙ্গলের বিঘ্ন কারী আমি।
যে বিদ্যা করিতে সিদ্ধ হরিহর নারে,
সে বিদ্যা করিতে সিদ্ধ, বিশ্বামিত্র ঋষি
ইন্দ্রিয় সংযম আদি ঘোরতর তপ

করিছেন অনুষ্ঠান। বরাহ রূপেতে
হরি যথা করেছেন ত্রিলোক উদ্ধার।
সেই রূপে তিন বিদ্যা উদ্ধারিব আজি।
কত দূর জিতেন্দ্রিয় দেখিব এ ঋষি!
রাগ দ্বেষ বিরহিত দৃঢ় ভক্তিমান্,
বলেছেন আজি যেবা আসি এ কাননে
অজ্ঞাতে করিবে তাঁর কুসুম চয়ন,
লতাপাশে বদ্ধ হবে। শাস্তি সমুচিত
করিবেন আসি পরে তস্করে বিধান।
সুরগণ মনস্কাম করিতে সফল—
আজ এক মহাশ্চর্য্য করিব কৌশল;
অপ্সরার অভিশাপে শাপ বিমোচন।
ধার্ম্মিক রাজেন্দ্ররাজ হরিশ্চন্দ্র রায়—
তাঁর আর মহর্ষির ধর্ম্মের পরীক্ষা—
প্রবেশি রাজার দেহে সানন্দে সাধিব।
এখনি আসিবে হেথা অপ্সরা যুবতী
চয়িতে কুসুম। যাই আমি নিজ কার্য্যে।
যাই তবে, আনি শীঘ্র রাজারে এখানে।

(প্রস্থান)

বিদ্যাত্রয়ের প্রবেশ।

গীত

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

আহা! কি বিচিত্র শোভা হেরি সখি এ কাননে
মনোরম শোভা যেন, শোভিত নন্দন বনে॥

যেন কোন চিত্রকরে, যত্ন কোরে চিত্র করে
সাজায়ে রেখেছে সখি, প্রতিমা সোণার ;—
এ শোভার উপহার, বিতরিছে পুষ্প হার,
বর্ণিতে সে বর্ণ হার, নারি সখি একাননে ॥

প্র—বি । তাই বটে প্রিয় সখি ! যা বলিলে তাই ।
চিত্রপট সম শোভা, দেখিবারে পাই ॥
দ্বি—বি । চিত্রকর স্বভাবের চিত্র চিত্র করে ।
তাই দেখে স্বভাবের, সদা চিত্ত হরে ॥
তৃ—বি । স্বভাবের শোভা আঁকে যেই চিত্রকর ।
সেই জন সকলের, চিত্ত মনোহর ॥
প্র—বি । যাহোক আমার চিত্ত, হোতেছে চঞ্চল ।
শঙ্কা করিতেছে যেন, ভাবী অমঙ্গল ॥
দ্বি—বি । কেন সখি ! শঙ্কা কর হেন অমঙ্গল ।
স্বভাবে স্বভাব চিত্ত, হয় সচঞ্চল ॥
প্র—বি । তা ত নয়, প্রকৃতিরে, করি বিলোকন ।
ভাবী কোন অলক্ষণ, শঙ্কা করে মন ॥
দ্বি—বি । হাসি পায় প্রিয়সখি, শুনে তব বাণী ।
বসন্তে চঞ্চল প্রাণী, বেশ আমি জানি ॥
তৃ—বি । ভ্রমর গুঞ্জন রব, কোকিলের গান ।
অবশ্যই করে সখি, সচঞ্চল প্রাণ ॥
দ্বি—বি । দুরন্ত দক্ষিণানিল, বর্ষে বিষবাণ ।
তাতে আরো করে থাকে, সচঞ্চল প্রাণ ॥
প্র—বি । তা নয়, তা নয় সখি, তা নয় তা নয় ।
যেন কোন অমঙ্গল ভেবে শঙ্কা হয় ॥

দ্বি—বি। তাই হবে, নাচিতেছে, দক্ষিণ নয়ন।
অগ্রসর হতে সখি, চাহে না চরণ॥

প্র—বি। তবে আর এ স্থানেতে, থেকে কাজ নাই।
চল সখি ত্বরা করি, ঘরে ফিরে যাই॥

দ্বি—বি। তাকি হয়, উষাকালে এসে এ কাননে।
ফিরিব বঞ্চিত হয়ে, কুসুম রতনে?

তৃ—বি। তবে ত্বরা করি করি কুসুম চয়ন।
শীঘ্র শীঘ্র যাই চল, ফিরিয়ে ভবন॥

দ্বি—বি। কেন সখি! কর ভয়, এ কভু সম্ভব হয়,
অনাদির কুসুম চয়নে।

তৃ—বি। সে ভয় না করি মনে, দেব পুষ্প আহরণে,
অমঙ্গল ঘটিবে এ বনে॥

প্র—বি। যদি নাহি কর ভয়, কর যাহা মনে লয়,
দুই জনে থাক এই বনে।

তৃ—বি। ওলো বিদ্যাধরী-বালা, গলে দেছ বনমালা,
শোধ দেব নাহি কি লো মনে?

গীত।

রাগিণী বসন্ত—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে যাইবে সখি, ঋণ শোধ নাহি দয়ে।
ঋণে বাঁধা আছি আমি, দেখনা মনে ভাবিয়ে॥
যে দিনে লো, পরীবালা, দোলাইলে বনমালা, মম কণ্ঠদেশে,
সেই দিনে আমি ঋণী হয়েছি তব অধিনী,
আজি শোধ দেব সখি মালা তব গলে দিয়ে।

গীত।

প্র—বি।

রাগিণী পিলু—তাল জৎ।

মন প্রাণ গাঁথা যথা, নব গাঁথা কি হইবে।
বনমালা গলে দিয়ে, অধিক কি শোধ দিবে॥
ফুলে ফুলে ফুলগাঁথা, তুমি মম প্রাণে গাঁথা,
ফুলহার গলে দিয়ে, প্রতিশোধ কি হইবে॥

—০—

প্র—বি। বিলম্বে কি ফল সখি, চল তুলি ফুল।
তৃ—বি। তাই চল তাই বেস, ফুটেছে বকুল॥
দ্বি—বি। আর দেখ মনোহর, ফুটেছে গোলাপ।
তৃ—বি। কি হবে ভ্রমরে তথা, করিছে আলাপ॥
দ্বি—বি। মধুকরে কি করিবে, গেলে মধুকরী।
তৃ—বি। বাক্‌ছলা ছাড় চল, যাই সহচরি॥
প্র—বি। চল চল শীঘ্র চল, তাড়াই ভ্রমরে।
দ্বি—বি। শুনিবেনা তব কথা, মত্ত মধুকরে॥
তৃ—বি। কাজ নেই গোলাপেরে, অন্য ফুল তুলি
দ্বি—বি। এস সখি সেই ভাল, পদ্মসরে উলি॥
তৃ—বি। পদ্মফুলে কাজ নাই, চল সখি চল।
দ্বি—বি। কাননে কুসুম নাই, কি করিবে বল॥
তৃ—বি। কাঞ্চন তরুতে শোভে, কুসুম কাঞ্চন।
দ্বি—বি। তাই তুলি যাই চল, করিতে পূজন॥

(পুষ্পে হস্ত প্রদান ও লতাপাশে বন্ধন)

গীত

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা

কি হলো কি হলো সখি, কি হবে উপায় গো।
এ কাননে আজি একি বিপদ ঘটায় গো॥
লতাপাশে দুই কর, হোল বদ্ধ পরিকর,
কণ্ঠেতে না সরে স্বর, হায়, হায়, হায় গো॥
কেন কাননে আইলাম, কুলমান হারাইলাম,
বাধা কেন না শুনিলাম, মরি প্রাণ যায় গো॥
দেবতার কোপানলে, বুঝি বা বন অনলে,
এ শরীর যায় জ্বোলে, সেই ভয় হয় গো॥

প্র—বি। যা বলেছি তাই সখি! হইল ঘটন।
দ্বি—বি। তা ত নয় বিধাতার, এই বিড়ম্বন॥
তৃ—বি। কপালে লিখন যাহা, কে খণ্ডিতে পারে।
প্র—বি। সকল লিখন ফল, ফলে একেবারে॥
দ্বি—বি। কেন সখি! নিত্য নিত্য, আসি এ কাননে।
প্র—বি। আজি তার প্রতিফল, ফলিল বন্ধনে॥
তৃ—বি। কোন মহাঋষি কাছে, দুষী হইয়াছি।
দ্বি—বি। আমাদের নিজ দোষে, বাঁধা পড়িয়াছি॥
প্র—বি। হায় হায়! কে করিল, দারুণ বন্ধন।
তৃ—বি। সাপিনী বনের লতা, ঘটালে এমন॥
প্র—বি। বনলতা সাপ নয়, মহাঋষি শাপ।
দ্বি—বি। কোন্ মহাঋষি? কেন, কোরেছি কি পাপ?
তৃ—বি। কি? এখনি বল তুমি, তুমি মায়াবিনী।

দ্বি—বি। জ্ঞান হয় হবে তুমি, বিষাল সাপিনী॥
প্র—বি। আমি ত সাপিনী নই, সাপ সে বিধাতা।
দ্বি—বি। সত্য বল কেবা সেই, কর্ম্মফলদাতা॥

—০—

প্র—বি। সখি! তাও কি এখন অনুমান ক'রতে পার নাই? এ লতা-পাশ সামান্য পাশ নয়, তা'হলে কি আমরা দেহের সমস্ত বলে একে ছিন্ন ক'রতে পা'রতেম না। সখি! উঁদ্যানটী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের, তিনি যদি আমাদের এখানে দে'খতে পান, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হ'বে। হায়! আজ বুঝি ঋষিশাপে প্রাণ গ্যাল।

তৃ—বি। হায়! কি হবে! কে আমাদের এ বিপদ হ'তে মুক্ত ক'রবে! হায়! এ জনশূন্য স্থানে লোক সমাগমের সম্ভাবনা নাই। হে ভগবান ভবানীপতি! তোমার পূজার জন্য পুষ্প চয়নে আগমন কোরে, কি আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘ'টল!

প্র—বি। সখি! এখন এস, আমরা সকলে একমনে অনাথনাথ ভগবান ভবানীপতিকে স্মরণ করি, এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর আমাদের কে রক্ষা ক'রবে?

দ্বি—বি। বেস বোলেছ। দেবরাজের সভায় গায়করাজ তুম্বুরু যে ভজনাটী গাইবামাত্র, কৈলাস পরিত্যাগ কোরে ভগবান আগমন করেছিলেন; এস সেই গানটী গাই।

প্র—বি। সখি! তুম্বুরু দেবগণের প্রিয়পাত্র, বিশেষ তিনি অদ্বিতীয় গায়ক, তাঁর গীতে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে কি আমাদের ক্রন্দনে কর্ণার্পণ ক'রবেন?

তৃ—বি। ক'রবেন না কেন সখি? ভক্তে বিপদে পড়ে একতান মনে স্মরণ ক'রলে, তিনি অবশ্যই শ্রবণ করেন। তিনি অবশ্য আমাদের এ বিপদ হ'তে মুক্ত ক'রবেন।

প্র—বি। সখি! আমার ত সে গানটী স্মরণ হচ্ছে না। তোমাদের কি মনে আছে?

দ্বি—বি। কই সখি, মনে ত পড়্‌চে না।

তৃ—বি। এস সকলে ভাবনা কোরে দেখি! (সকলের এক মনে চিন্তাকরণ)

(নেপথ্যে) বয়স্য! এ স্থানটী কি মনোহর! নিবিড় বনমধ্যে এরূপ উদ্যান ত কখন দেখি নাই। তাই ত বরাহটা কোন দিকে পালাল! বোধ করি এই উদ্যানমধ্যেই প্রবেশ করেছে।

[মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও বয়স্য লম্বোদরের একান্তে প্রবেশ]

লম্ব। হো হো হো! মহারাজ কি বল্লেন! আমি যে কথাটা বল্লেম, তাতে অনুমোদন ক'রলেন কি? এই উদ্যানমধ্যে বনভোজনের আয়োজন করা যাক্। মৃগয়ায় সমধিক শ্রান্তি হবে, কিন্তু আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, যদি শিকারে প্রবৃত্ত হন, তাহ'লে শিকারজন্য শ্রম কিছুমাত্র বোধ হ'বে না। বিশেষ আহারে যে প্রকার শরীরে আরাম জন্মে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। মন্দ মন্দ মলয় মারুত, আর মন্দ উত্তপ্ত খিচুড়ি, সহিত মৃগ মাংস——মহারাজ! এ উভয়ের মধ্যে কোন্ টা ভাল বলুন দেখি? বায়ু ভক্ষণে মুনিঋষিদের তুষ্টি জন্মে, আর অরুচি ভোজনাক্ষম রাজকুলের;—কিন্তু আমার ন্যায় ভোজনপ্রিয় ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বনাশ। মহারাজ! সূর্য্যদেবের কিরণ যেরূপ বেলার সহিত বৃদ্ধি হচ্ছে, আমারও জঠরানল তেমনি যত বেলা হচ্ছে ততই জ্বোলে উঠ্‌ছে। মহারাজ! গরীব ব্রাহ্মণকে আর কষ্ট দেবেন না। অগ্রসর হ'বার প্রয়োজন নাই। অনুমতি করুন, এই বৃক্ষের তলে আমি সমস্ত আয়োজন করি।

হরি। বয়স্য! এই কিয়ৎক্ষণ মাত্র সূর্য্যদেব উদয়াচলে আরোহণ কোরেছেন, এত প্রত্যূষে আহারের আয়োজন আবশ্যক বোধ হচ্ছে না। এই কাল শিকারের উপযুক্ত। সূর্য্যের প্রখর কিরণে শ্রম অধিক হ'বে, আর শিকার সকলও গিরিগহ্বরে, কান্তারে, বিবরে বিশ্রাম জন্য প্রবেশ ক'রবে।

(বিদ্যাত্রয়ের গীত)

রাগিণী ইমনকল্যাণ---তাল একতালা।

হে অনাথ নাথ আদি নিত্য নিরঞ্জন।
বিভূ বিশ্ব অনাদি জগত রঞ্জন॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি হে অতল।
স্থাবর জঙ্গম তুমি, তুমি হে চলাচল॥
নির্ব্বিকার নিরাকার, তুমি হে সাকার।
প্রকৃতি তোমার রূপ অপূর্ব্ব আকার॥
দয়াময় দয়া কর দীন হীন জনে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি,
ভরসা তব শ্রীচরণ॥

হরি। বয়স্য! কি আশ্চর্য্য! এ বনমধ্যে এ গীতধ্বনি কোথা হ'তে আস্‌ছে? এ মধুর স্বর যে স্ত্রীকলকণ্ঠ-নির্গত, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ নিবিড় বনে স্ত্রীলোকের সমাগমও অসম্ভব। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) বয়স্য! ঐ দেখ, যা অনুমান করেছিলাম, তাই বটে। আহা! কি আশ্চর্য্য রূপ! (একান্তে দণ্ডায়মান)

দ্বি—বি। কৈ সখি! ভগবান ত আমাদের প্রতি কৃপা ক'রলেন না! কৈ, আমাদের এ বিপদ হ'তে মুক্ত ক'রবার কোন উপায় বিধান ক'রলেন না! হায়, হায়! আমাদের এ বিপদ হ'তে কে উদ্ধার ক'রবে? হায়! আমাদের এ দুর্দ্দশার কে প্রতিবিধান ক'রবে?

হরি। বয়স্য! শুন্‌লে! ঐ স্ত্রীলোক তিনটীর কথোপকথনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে, ওঁরা কোন বিপদে পড়েছেন; অতএব অগ্রসর হয়ে সাধ্যমত সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

লম্ব। মহারাজ! নিরস্ত হ'ন। এ কার্য্যে আপনি প্রবৃত্ত হবেন না। আমার ঐ স্ত্রীলোক তিনটীকে দেখে অবধি প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। মহারাজ! এ নিবিড় কানন, এতে কত ভূত প্রেত পিশাচী বাস করে, আমি শুনেছি,

তারা মহা মায়াবিনী, বোধ করি, এরাও তাই হবে। আমাদের বিপদে ফে'লবে বলে এইরূপ কাল্পনিক বিপদ প্রকাশ ক'রছে। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, আমি নিষেধ ক'রছি, এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন না, কি জানি, পাছে কোন বিপদ ঘটে।

হরি। বয়স্য! তুমি ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণ, ভয়েই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে অমাকে নিষেধ ক'রলে। ওঁরা পিশাচী বা মায়াবী অন্য কোন ভূতযোনি হলেই বা আমাদের আশঙ্কার বিষয় কি আছে? বিশেষ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দেখে ক্ষমতামত সাহায্য প্রদানে যত্ন না ক'রলে, ক্ষত্রিয়দের অপরাধ হয়, অতএব আমি অগ্রসর হই, তুমি এখানে অবস্থান কর। (অগ্রসর হ'ওন)

দ্বি—বি। সখি! ঐ দেখ, কে একজন মহাবল মহাপুরুষ আমাদের অভিমুখে আগমন ক'রছেন। বোধ হয়, ভবানীপতি আমাদের প্রতি কৃপা কোরে, বিপদথেকে মুক্ত ক'রতে ওঁকে পাঠিয়েছেন। (আগন্তুকের প্রতি) রক্ষা কর, রক্ষা কর!

হরি। (সম্মুখে গমন করিয়া) ভয় নাই, ভয় নাই! আপনারা কে? কি জন্য ক্রন্দন ক'রছেন? আমি আপনাদের আর্ত্তধ্বনি শ্রবণ কোরে, কারণ অবগত হবার জন্য আগমন করেছি। যদ্যপি কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকেন, অনুমতি করুন, এই দণ্ডেই বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রবার যত্ন ক'রব।

তৃ—বি। মহাশয়! আপনাকে দেখে, সামান্য মনুষ্য বোধ হচ্চে না। আপনার যেরূপ পৌরুষাকৃতি,সেইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করেছেন। মহাশয়!—

অপ্সরা কুলের বালা, মোরা তিন সখী।
আসিয়াছি এ কাননে, কুসুম চয়নে—
পূজিবারে পশুপতি। দৈব বিড়ম্বনে,
অথবা অদৃষ্ট দোষে, যে ঘটনে হোক,
কুসুম স্পর্শন মাত্র বদ্ধ লতাপাশে—
হস্ত। কার দোষে, কার পাপে, নাহি জানি,
বন্দী হয়ে নাহি পারি করিতে ছেদন—
এ বন্ধন, প্রয়োগিয়া সাধ্য শক্তি যত।

পরিত্রাণ কর যদি নিজ দয়া গুণে,
দাসী হয়ে চিরদিন রব তব পাশে।
যাচি ভিক্ষা কর দয়া, যদি দয়া হয়,
একান্তে আমরা তব লইনু শরণ।

হরি। সুন্দরি! জানিহ মনে নাহিক সংশয়,
ক্ষত্রিয় কুমার আমি এপ্রতিজ্ঞা মম—
ঘুচাইব লতাপাশ রক্ষিব সবারে।
ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম অবশ্য পালিব।
ভয় নাই ভয় নাই, চিন্তা পরিহর,
অবশ্য শরণাগতে করিব উদ্ধার।

(কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক লতাপাশ ছেদন)

দ্বি—বি। মহাশয়! এ বিপদে মুক্ত করি আজি
সাধিলেন যতদূর মহা উপকার;
শোধিতে এ ঋণ তব, আছে কি শকতি,
অবলা স্ত্রীজাতি মোরা স্বভাবে অজ্ঞান
উচিত প্রশংসা তব মোরা কি করিব?
নিজ কার্য্যে পাইলাম নিজ পরিচয়।
মহারাজ! বুঝিলাম, ধর্ম্মবন্ত তুমি—
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র; তব কৃপাবলে
দেবরাজ অভিশাপ হলো বিমোচন,
কৃতার্থ হইনু মোরা তোমার প্রসাদে।

হরি। বুঝিতে নারিনু কিছু স্পষ্ট করি বল,
কোন্ দোষে দুষী ছিলে, বল কোন্ পাপে
শাপিলা দেবেন্দ্র তোমা কহ দেবাঙ্গনে!

শুনিতে অদ্ভুত শাপ, কৌতূহলী হিয়া।

প্র—বি। বিলাসে ছিলাম রত দেবেন্দ্র সভায়—
নৃত্যগীত প্রমোদেতে মোরা তিন সখী;
সহসা বিধির বশে, কেমনে জানিনা
হয়েছিল তাল ভঙ্গ, সেই অপরাধে
দিলেন দারুণ শাপ দেব পুরন্দর—
যাও ত্বরা মর ধামে। কাঁদিলাম কত,
সাধিনু চরণে ধরি মুক্তি অভিলাষে,
কহিলেন শচীপতি অনুগ্রহ করি—
যবে হরিশ্চন্দ্র রাজ মৃগয়ার বেশে
নিরখিয়া তোমাদের পরশিবে কর,
সেই দিনে হবে এই শাপ বিমোচন,
আসিবে ত্রিদিবে পুন পবিত্র হইয়া।
মহারাজ! আমাদের সেই শুভদিন
ঘটিল ললাটে আজি, কৃপায় তোমার,
উভয় বিপদে আজি হইনু উদ্ধার।
এক শরে দুই সাপ হইল পতন॥

হরি। হে স্বর্গ সুন্দরি! এই শাপ বিবরণ
শ্রবণ করিনু আমি মানস বিস্ময়ে—
বুঝিলাম মহেন্দ্রের মহিমা প্রচারে
তাঁরি বাক্যে হল এই অপূর্ব্ব ঘটন।
কিন্তু দেবি! মনে কর ক্ষুদ্র নর আমি,—
কভু না হইতে পারি প্রশংসা ভাজন।

প্র—বি যদি না আপনি হন প্রশংসা ভাজন

তবে আর কে হইবে কহ নরপতি
এ জগতে? সুরলোকে মহিমা তোমার,
সতত প্রচার হয় শুনি দেব মুখে।
অনুমতি কর দেব, যাচিনু বিদায়,
ভবেশ প্রসাদে তব হউক মঙ্গল।

হরি। যাও তবে সুরপুরে হে সুরললনা,
জানাইও সুরেশ্বরে প্রণতি আমার।

—০—

(বিদ্যাত্রয়ের গীত)

রাগিণী মহ্লার—তাল মধ্যমান।

আজি কি আনন্দ সখি উপজিল মনে।
বহুকাল পরে সুখে পশিব নন্দন বনে॥
মনে নাহি ছিল সখি, এ সুখে হইব সুখী,
জুড়াব তাপিত প্রাণ দেবরাজ দরশনে॥
পূর্ণ হোল মন আশ, দশ দিক সুপ্রকাশ,
দেবেন্দ্র শাপ বিনাশ, হরিশ্চন্দ্র পরশনে॥

(বিদ্যাত্রয়ের বিমানারোহণে স্বর্গপথে প্রস্থান)

হরি। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্ত্রীলোক তিনটীকে মুক্ত ক'রবার জন্যই আমাকে এখানে আনয়ন করেছেন। আহা! আমি যদ্যপি এখানে না আগমন ক'রতেম, তা হ'লে তাঁরা কত কষ্টই পেতেন। (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) ন্মজানি বয়স্য কতই ভাবনা ক'রছেন, নিকটে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করি। (লম্বোদরের নিকট গমন করিয়া) এ কি বয়স্য! তোমার ম্লান মুখ দে'খছি কেন?

লম্বো। মহারাজ! আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, কি কারণে তা ব'লতে পারি না। স্ত্রীলোক তিনটী কে? আর ওঁরা কেন বিলাপ ক'রছিলেন?

হরি। বয়স্য! ঐ স্ত্রীলোক তিনটী স্বর্গবিদ্যা। ওঁরা পুষ্প চয়ন ক'রতে এসে, দৈব বিড়ম্বনায় লতাপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন, আমি বন্ধন হ'তে মুক্ত করে দিলাম।

লম্বো। মহারাজ! কার্য্যটী ভাল করেন নাই। আপনি কি বোধ করেন যে, লতাপাশ দৈব কর্ত্তৃক স্ত্রীলোক তিনটীকে আবদ্ধ করেছিল, কদাচই নয়। ঐ বন্ধনের কোন গূঢ় কারণ অবশ্যই থা'কবে, তার আর সন্দেহ নাই। বয়স্য! এখন আসুন আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।

হরি। কেন সখা! আমিত কোন কুৎসিত কার্য্য করি নাই, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? যে কোন কারণ বশত হ'ক, স্ত্রীলোক তিনটী আবদ্ধ হয়েছিল, তাঁরা স্বীয় বলে, পাশ ছিন্ন ক'রতে সমর্থ হন নাই, পরে আমার শরণাপন্ন হওয়ায়, আমি পাশ ছেদন করে মুক্ত করে দিয়েছি। (অপর দিকে দৃষ্টি করিয়া) বয়স্য! ঐ দেখ, কে একজন মহাপুরুষ এই দিকে আগমন ক'রছেন।

লম্বো। মহারাজ! আসুন আমরা পলায়ন করি। ঐ পুরুষের আগমনে অমঙ্গল আশঙ্কা হচ্ছে, আর এখানে অবস্থানে আবশ্যক নাই।

হরি। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখা! সূর্য্যবংশীয় রাজারা কখন পলায়ন ক'রতে শিক্ষা করেন নাই। এ কি! মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে!

[বিশ্বামিত্র ঋষির অপর দিকে প্রবেশ]

বিশ্বা। কি আশ্চর্য্য! কেহ নাই, আসে নাই তবে
অদ্য দুরাচার চোর, চয়িতে কুসুম।
এ কি, তাত নয়! পুষ্পশূন্য দেবারণ্য!
তরুতলে ছিন্ন পাশ পতিত রহেছে।
ধিক মোরে ব্যর্থ হল অভিশাপ মোর।
তস্কর আবদ্ধ ছিল, দেখিতেছি ভাবে,
অবশ্য অজ্ঞাতে মম, আসি কোন জন,
মুক্ত করিয়াছে চোরে, বন্ধন ছেদিয়া।

দেখিব সে দুরাত্মারে কত বল ধরে !
আমি ঋষি বিশ্বামিত্র, কেবা নাহি জানে—
মোরে এ তিন ভুবনে। পতঙ্গ যেরূপ
মরিবার তরে পড়ে জ্বলন্ত অনলে।
সেইরূপ আজি সেই ভ্রষ্ট দুরাচার—
পড়িবে আমার কোপে নিশ্চয় নিধন।

হরি। (ঋষির নিকটে গমন পূর্ব্বক)
প্রণমামি ঋষিরাজ তব শ্রীচরণে,
সমীপস্থ হরিশ্চন্দ্র চির ক্রীত দাস।
(ঋষির চরণে প্রণিপাত)
অদ্য মম সুপ্রভাত সার্থক জনম,
কৃতার্থ হইনু আমি তব দরশনে।
তপস্যার সুমঙ্গল করিয়ে বর্ণন
চরিতার্থ কর প্রভু এই অভিলাষ।

বিশ্বা। মঙ্গল কেমনে বলি ? শুন মহারাজ !
পূজিতে অভীষ্ট দেব, এই পুষ্পারণ্য
যতনে স্থাপিত করি। কিন্তু কয় দিন—
'হতে, প্রত্যূষে অজ্ঞাতে, দেবদ্বেষী লোকে
হরণ করিয়ে পুষ্প, পলায়ন করে।
মর্ম্মভেদী শাপ আমি দিয়েছিনু কাল,
বদ্ধ হবে লতাপাশে, পুষ্প স্পর্শে কর,
উচিত তস্করে শাস্তি দিব আসি পরে।

হরি। ঋষিরাজ ! নিবেদন করি শ্রীচরণে,
অজ্ঞাতে কুসুম নিলে নাহি কোন পাপ।

সামান্য বিষয় জন্য কেন এত ক্রোধ?
শান্তি মূর্ত্তি প্রভু ধরি, ক্ষম সব দোষ।
অমোঘ আপন বাক্য, মিথ্যা কভু নয়,
আবদ্ধ রমণীত্রয়, লতাপাশে দেখি,
উপজিল মনে দয়া খণ্ডিনু বন্ধন—
শাপ কথা নাহি জানি। করিয়াছি পাপ
রাখিতে প্রতিজ্ঞা মম। সমুচিত দণ্ড
তস্করের স্থলে মোরে করুন বিধান।

বিশ্বা। মহারাজ! অপরাধ করেছ প্রচুর,
ক্ষত্রিয় পবিত্র কুলে জন্ম লয়ে তুমি,
অনায়াসে অপমান করিলে ব্রাহ্মণে—
নাহি মান হৃদে শঙ্কা, পামর অজ্ঞান?

লম্বো। (স্বগত) হায়, হায়! সর্ব্বনাশ হইল ঘটন।
ঋষির কোপেতে পোড়ে যায় বুঝি প্রাণ।

হরি। ঋষিরাজ! অপমান কি সাধ্য আমার,
তব করিবারে পারি। আবদ্ধ রমণী—
ত্রয়, বিলাপ করিয়ে লইল শরণ—
মম। ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম পরিগ্রহ—
করি, কেমনে ত্যজিব আশ্রিত জনেরে,
রক্ষিতে প্রতিজ্ঞা, পণ করেছি জীবন।

বিশ্বা। (স্বগত) দেখিতেছি বড় গর্ব্ব কথায় ইহার,
আপনার বাকপাশে বাঁধিব রাজায়।
(প্রকাশ্যে) মহারাজ! ধর্ম্মবন্ত শুনেছি আপনি,
প্রতিজ্ঞা পালক আর আশ্রিত রক্ষক।

কৌতূহলী হিয়া মম শুনিতে তোমার
অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কথা, বল নরপতি !

হরি। তাপস ! শুনুন মম প্রতিজ্ঞা কাহিনী।
আশ্রিত পালন, ন্যায় যুদ্ধে ডর নাহি—
করি। প্রার্থিত যাচকে অভিমত ধন—
রত্ন যেবা যাহা চায়, দিয়ে থাকি তাই।

বিশ্বা। যেবা যাহা চায় সত্য দাও তারে তাই ?

হরি। মুনিরাজ ! মম বাক্য, মিথ্যা কভু নয়।

বিশ্বা। যদি আমি যাচি কিছু আপনার কাছে ?

হরি। অবশ্য লভিবে তাহা আমার নিকটে।
ঋষিরাজ ! এ অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য
আছে আমার অদৃষ্টে ? গৃহীতা আপনি !
অপার করুণা তব আমার উপর।

লম্বো। (একান্তে) আঃ, বাঁচলেম ! ঘাম দে জ্বর ছা'ড়ল। বেটা শেষটা শাপ সম্পাত না দিয়ে যে, দান প্রর্থনা ক'রলে, এই পরম ভাগ্য। আমি ত ভেবেছিলাম যে, একেবারে রাজ্যের সহিত সকলকে ভস্ম ক'রবে। উঃ! বেটার কি ভয়ানক রাগ ! চোক দুটো যেন হুল বিড়ালের মতন জ্বলছে।

বিশ্বা। প্রতিজ্ঞা করুন তবে আমার নিকটে,
যাহা চাব তাহা দিবে, নিস্ফল নহিবে।

হরি। প্রতিজ্ঞা করিনু দিব চাহিবেন যাহা,
অনুগ্রহ ক'রে প্রভু, অনুগত দাসে।

বিশ্বা। যাচি আমি তব কাছে, সপ্তদ্বীপা ধরা।

হরি। (অধোবদনে কিয়ৎ কাল চিন্তা করণ)

বিশ্বা। এ কি মহারাজ ? কেন বিষাদিত দেখি ?

প্রতিজ্ঞা করিয়ে আর ভাবিলে কি হবে ?

হরি। ঋষিরাজ ! ভাবি নাই, তাহার লাগিয়ে,
ভাবিতেছি যাব কোথা ছাড়িয়ে সংসার।
দিলাম তোমায় আমি, সমস্ত ধরণী,
অনুগ্রহ করে স্বস্তি করুন বাচন।

বিশ্বা। লইলাম তব দত্ত পৃথিবীর ভার।
মহারাজ ! আছে কিছু বক্তব্য আমার ॥
দক্ষিণা বিহনে দান বিফল নিশ্চয়।
বিচারিয়ে কর এবে ভাল যাহা হয় ॥

হরি। দয়া করে দয়াময়, সভায় আমার,
রজনী প্রভাতে আসি দিবেন দর্শন।
অমাত্য সমক্ষে আমি দক্ষিণা প্রচুর,
সহিত সমস্ত রাজ্য করিব প্রদান।

বিশ্বা। ভাল, তাই স্বীকার ক'রলেম। এক্ষণে বেলা অধিক হয়েছে, আমি আশ্রমে গমন করি। (প্রস্থান)

লম্বো। মহারাজ ! সর্ব্বনাশ হ'ল ! হায়, হায় ! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে পলায়ন ক'রতে বলেছিলাম, আমার কথা শুনলেন না, এক্ষণে রাজ্য গেল ! হায় ! আমার দশা কি হবে ! (ক্রন্দন)

হরি। বয়স্য ! ক্রন্দন করো না, আজ আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য ব'লতে হবে যে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার নিকট দান গ্রহণ করেছেন। সখা ! তুমি কি শুন নাই যে, মহাজনেরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আপন জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করে থাকেন ; অতএব এ বিষয়ে আক্ষেপ অবিধি। এস আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আবাসে গমন করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

রাজসভা।

(মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মন্ত্রী, লম্বোদর উপবিষ্ট ও দুই জন পুররক্ষক সম্মুখে দণ্ডায়মান)

মন্ত্রী। মহারাজ! এ নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণ 'করে অবধি আমি একবারে হতাশ হয়েছি, কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেছে, বাকস্ফূর্ত্তি হচ্ছে না। হায়! কোন উপায়ই দেখছি না! আপনি যখন দান করেছেন, তখন তার আর অন্যথা হ'বে না। তবে এক উপায় আছে, যদি মহর্ষি পৃথিবীর পরিবর্ত্তে অমূল্য মণি মুক্তা রত্নাদি গ্রহণ করে রাজ্য পরিত্যাগে সম্মত হন।

হরি। মন্ত্রি! আমি রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চিন্তিত নই, কেবল মহিষী, কুমার আর তোমাদের অবস্থা চিন্তা ক'রছি। মন্ত্রি! যে দ্রব্য আমি স্বইচ্ছায় দান করেছি, তা আর পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখি না। সূর্য্য-বংশীয় রাজারা দান করে কখন পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন নাই। এখন আমার আদেশ এই, তোমরা আমাকে যে প্রকার ভক্তি করে থাক, আর এখন যেরূপ সুনিয়মে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রছ, মহর্ষির নিকটেও তোমরা সেইরূপ ভক্তির সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কোরো। আমার বিরহে খেদিত হও না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ঋষিরাজ ইতিপূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, রাজকার্য্য সমস্ত সুন্দররূপ অবগত আছেন, এক্ষণে তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। বিশ্বামিত্র সামান্য ঋষি নন, একদা সৃষ্টিকর্ত্তার উপর ক্রোধ হওয়ায়, দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ক'রতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তা আর তোমাদের অধিক কি ব'লব, তোমরা সকলি অবগত আছ। যে সকল কার্য্যে মহর্ষির

মনে তুষ্টি জন্মায়, এইরূপ কার্য্য সমস্তের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান ক'রবে, কদাচ যেন তিনি ক্রুদ্ধ হন না। এই যে মহর্ষি আগমন ক'রছেন।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

(হরিশ্চন্দ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসতে আজ্ঞা হ'ক (প্রণাম করিয়া) আজ আমার জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, দেহ পবিত্র হ'ল।

বিশ্বা। মহারাজ! আপনি অকলঙ্ক সূর্য্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন, এরূপ শিষ্টাচার আপনার বংশোচিত বটে।

হরি। অমাত্যগণ! মহর্ষি অদ্যাবধি আমার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী রাজ্যের অধিপতি হলেন, আমি তোমাদের সমক্ষে ঋষিরাজকে সমস্ত অর্পণ ক'রলাম। রাজ্য মধ্যে ঘোষণা দেও, আজ অবধি মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই রাজ্যের অধীশ্বর হলেন।

বিশ্বা। মহারাজ! সে সমস্ত কার্য্য পশ্চাৎ সমাধা করা হবে, এক্ষণে পৃথিবী দানের উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করুন।

হরি। মহর্ষি! আপনার অনুমতি মাত্র অপেক্ষা।

বিশ্বা। (স্বগত) দেখ্‌ছি এখন এর উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই (প্রকাশ্যে) হাঁ, তবে এক শত সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করুন।

হরি। তথাস্তু। মন্ত্রি! কোষাধ্যক্ষকে অনুমতি কর, মহর্ষিকে প্রার্থিত ধন আনয়ন করে দেয়।

বিশ্বা। মহারাজ! এ কিরূপ অনুমতি ক'রছেন! আপনি সমস্ত রাজ্য যখন দান করেছেন, তখন রাজ্যের সহিত রাজকোষও আমায় দান করা হয়েছে, রাজকোষের ধনে ত আর আপনার অধিকার নাই।

হরি। (কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা পূর্ব্বক) মহর্ষি! যা আজ্ঞা ক'রলেন তা সত্য, আমি ভ্রম প্রযুক্তই মন্ত্রীকে কোষ হ'তে অর্থ আনয়ন ক'রতে আদেশ করেছিলাম। যাহ'ক সম্প্রতি স্বীকৃত স্বর্ণ প্রদানে অক্ষম, প্রতিজ্ঞা ক'রছি, পক্ষান্তে আপনাকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান ক'রব। ঋষিরাজ! অনুমতি করুন, এক্ষণে আমি কোথায় গমন ক'রে অবস্থান করি?

বিশ্বা। মহারাজ! পুণ্যস্থান বারাণসী ধাম, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে গণিত নয়, বিশেষ সে স্থান কাহার রাজ্য নয়; আপনি সেই স্থানে গমন ক'রে অবস্থান করুন।

হরি। ঋষিরাজ! তবে আপনি পক্ষান্তে কাশীধামেই আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রবেন, সেই স্থানেই আপনাকে স্বীকৃত স্বর্ণ প্রদান ক'রবো। মন্ত্রি! তুমি অন্তঃপুর মধ্যে গমন করে মহিষীকে বল যে আমি অবিলম্বেই পুণ্যধাম কাশীধামে যাত্রা ক'রব, মহিষী যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রতে ইচ্ছা করেন, তবে শীঘ্র এখানে আগমন করেন।

মন্ত্রী। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

লম্বো। মহারাজ! আমার দশা কি স্থির ক'রলেন? আমাকে সঙ্গে ক'রে লয়ে চলুন। দেখুন, বাল্যকালাবধি এক দিনের তরেও আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই, চির দিন একত্রে বাস, একত্রে আহার, একত্রে বিহার ক'রেছি, এক্ষণে আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে রাজ্যে বাস করা, কি আপনার বিরহে প্রাণ-ধারণ করা সংশয়। (ক্রন্দন)

হরি। বয়স্য! রোদন কোর না, মহর্ষি আমার ন্যায় তোমাকে যত্নে প্রতিপালন ক'রবেন, তোমার কোন চিন্তা নাই। দেখ ভাই! প্রিয় সঙ্গ চির দিন স্থির নয়, নদীবেগে তৃণ যেমন ভাস্তে ভাসতে অন্য একটী তৃণের সহিত মিলিত হয়, আবার স্রোতে ভিন্ন হয়ে যায়, লোকেরাও কালবনে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে কখন কাহার সহিত মিলিত হয়, আবার কালে সঙ্গ পরিত্যাগ হয়। সখা! কিছুই চির দিনের জন্য নয়, জন্য বস্তুমাত্রেরই ধ্বংস আছে। ভাই! ঈশ্বর ইচ্ছায় হয় ত আবার, কালে তোমার সঙ্গে মিলন হবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রিবর! এত শীঘ্র ফিরে এলে যে?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি পুরমধ্যে গমন ক'রছিলাম, পথিমধ্যে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আপনার রাজ্যদান ও কাশী গমন সম্বাদ পুরবাসী-দের প্রমুখাৎ শ্রবণ ক'রে আপনিই কুমারের সহিত সভায় আগমন ক'রছেন।

(শৈব্যাসুন্দরী কুমার রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া জনৈক সহচরীর সহিত প্রবেশ)

হরি। এস এস রাজ্ঞি! আমি আমার রাজ্যাধিকার মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে

দান ক'রেছি, এক্ষণে কাশীধামে গমন ক'রব। প্রিয়ে! প্রসন্ন হৃদয়ে আমায় বিদায় দেও।

শৈব্যা। নাথ! আমায় আপনি কোথায় রেখে যাবেন? পরগৃহে পতিব্রতা স্ত্রীর বাস করা কর্ত্তব্য নয়। আপনি যখন রাজ্য দান করেছেন, তখন এ রাজপুরীও রাজ্যের সহিত ঋষিরাজের প্রাপ্য! আপনি যদি কাশীবাসী হন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব, আমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করে যাবেন? পতিব্রতা স্ত্রী ধন নাশ, রাজ্য নাশ, সকলি সহ্য ক'রতে পারে, কিন্তু পতিবিরহ কখনই সহ্য ক'রতে পারে না। নাথ! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করে কি সুখে গৃহে থা'কব? আপনার বিরহ এক দণ্ডের জন্যও সহ্য হবে না।

হরি। প্রিয়ে! নিরস্ত হও। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে? আমি এখন রাজ্যভ্রষ্ট, অর্থ হীন, ভিক্ষা উপজিবী। প্রিয়ে! তুমি সুকুমারী রাজকুমারী, কখন গৃহের বাহিরে গমন কর নাই, বিদেশ বাসের কষ্ট তুমি সহ্য ক'রতে সক্ষম হবে না। মহর্ষি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রবেন, অতএব তুমি এইখানেই কুমারের সহিত ঋষির আশ্রয়ে বাস কর।

শৈব্যা। নাথ! নারীজাতি পতিসুখে সুখী, পতির দুঃখে দুঃখী, তা আপনার যে দশা, আমারও সেই দশা। বরং আমি আপনার সঙ্গে থা'কলে আপনার কষ্টের অনেক লাঘব হবে। আর দেখুন, আমার ন্যায় কত শত সুকুমারী রাজকুমারী স্বামী সহিত বনবাসিনী হয়েছেন, পৃথুরাজার পত্নী পতি সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছিলেন, তা মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করে যাবেন না। আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাব।

হরি। রাজ্ঞি! যা বোলছ তা, সব সত্য, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে গেলে নবকুমার রাজকুমারের যথেষ্ট কষ্ট হবে। আহা, প্রিয়ে! রোহিত প্রাতঃকালে আহারের জন্য রোদন ক'রলে সেখানে তুমি কোথায় কি পাবে, কেমন করে বালককে সান্ত্বনা ক'রবে। মহিষি! তুমি ঋষিরাজের চরণ সেবায় নিযুক্ত থেকে রোহিতকে লালন পালন কর, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তোমার সকল দুঃখ দূর হ'বে।

শৈব্যা। নাথ! আমাকে কেন মিথ্যা প্রবোধ দিচ্চেন, আমি শুনেছি

কাশীধামে মা অন্নপূর্ণা অবতীর্ণ, সেখানে কেহই অভুক্ত থাকে না, আমি ভিক্ষা ’করে বালককে প্রতিপালন ক’রব তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি আমাকে সঙ্গে ’করে লয়ে চলুন !

বিশ্বা। নরপতি ! শৈব্যাদেবী, চিরপতিব্রতা
পুণ্যশীলা চির দিন, বঞ্চিয়া তাঁহারে
গমন রাজন তব উপযুক্ত নয়—
পুণ্যধাম কাশী ধামে। ত্যজে তব সঙ্গ
রাণী কভু এ ভবনে, নারিবে রহিতে
একাকিনী। মহারাজ ! লহ সঙ্গে করি।

হরি। হোক তবে ঋষিরাজ ! তব অনুরোধে
চলুন সংহতি রাজ্ঞী, বিধাতার লিপি
কে পারে খণ্ডিতে দেব ! যা আছে কপালে
ফলিবে আমার ভাগ্যে, সন্দেহ কি তার।
এস রাণি ! যাই চল, লহ পুত্র ধনে।
আসি তবে ঋষিরাজ আশীর্ব্বাদ কর,
(পরিগ্রহ কর এই বিদায়ী প্রণাম)
পশ্চাতে দক্ষিণা যেন পারি শোধিবারে।

(রাজা রাজ্ঞী ও কুমারের ঋষি চরণে প্রণাম)

বিশ্বা। এস তবে মহারাজ ! ঈশ্বর কৃপায়
বঞ্চিবে কুশলে নিত্য, দাতার মঙ্গল,
হয়ে থাকে চির কাল, কভু অকল্যাণ
নাহি দেখি, নাহি শুনি, অখিল জগতে।

(রাজা, রাজ্ঞী ও কুমারের প্রস্থান)

মন্ত্রি ! আমিও এখন এখান থেকে চল্লেম, কয়েক দিবসান্তে প্রত্যাগমন

ক'রব, তোমার উপর সমস্ত রাজ কার্য্যের ভার অর্পিত রহিল, দেখ যেন মহারাজের অনুপস্থিতির জন্য রাজ্যে কোন বিপদ্ ঘটনা হয় না, আমিও তপবলে রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা ক'রতে ত্রুটি ক'রব না। (প্রস্থান)

মন্ত্রী। দেখ অমাত্যগণ! তোমরা মহারাজের বিরহে আকুল হ'য়ে, স্ব স্ব কার্য্যে অবহেলা ক'র না, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের রাজ্য গ্রহণের অবশ্যই কিছু নিগূঢ় কারণ আছে, আমার বিলক্ষণ অনুমান হচ্চে, রাজর্ষি অনতিবিলম্বেই মহারাজকে রাজ্য প্রত্যর্পণ 'করবেন, এখন তোমরা আপন আপন কার্য্যে মনোনিবেশ কর, আমিও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই; বেলা অধিক হয়েছে এক্ষণে সভাভঙ্গ করা যাক।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

বারাণসীর প্রকাশ্য পথ।

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও কুমারের প্রবেশ)

হরি। প্রিয়ে! আজ পক্ষান্তের শেষ দিন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীকৃত স্বর্ণ গ্রহণার্থ অদ্য এখানে আগমন ক'রবেন। হায়! আজ তাঁকে আমি কি ব'লবো, কিরূপেই বা নৈরাশ ক'রব? বোধ করি এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'ল! হায়! আমি কি নরাধম, পাপাত্মা! অঙ্গীকার পালনে অসমর্থ হলেম! প্রিয়ে! যে ব্যক্তি আপন মুখের কথা আপনি রক্ষা ক'রতে অপারগ হয়, তার জীবন ধারণ বৃথা। লোকে তাকে কাপুরুষ ব'লে ব্যাখ্যা করে। প্রেয়সি! আমাকে বিষ দাও, আমি পান ক'রে জীবন বিসর্জ্জন করি! মহর্ষি এসে যেন আর আমাকে জীবিত দেখতে না পান!

শৈব্যা। জীবিতেশ্বর! ধৈর্য্য হ'ন! স্থির হয়ে উপস্থিত বিষয়ের কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ করুন। আপনি গাম্ভীর্য্যগুণে রত্নাকরকেও পরাভব করেছেন, সামান্য লোকের ন্যায় শোকে অধীর হওয়া আপনার উচিত নয়। বৃথা বিলাপ ক'রলে কি হবে! আমি স্ত্রীলোক হয়ে আপনাকে আর কি উপদেশ দিব। নাথ! জগদীশ্বর অবশ্যই কোন উপায় ক'রবেন। দাতাগণকে ঈশ্বর সর্ব্বদাই রক্ষা করে থাকেন।

হরি। প্রিয়ে! আমি কি আর ইচ্ছা করে অধৈর্য্য হচ্চি, মনকে যে কোন মতেই স্থির ক'রতে পাচ্চি না। হায়! এক মাত্র উপায় ভিক্ষা, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাদের প্রতিগ্রহ নিষেধ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) কই, অন্য কোন উপায় ত আর দেখতে পাচ্চি না। যত বেলা হচ্চে, ততই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠচে। প্রিয়ে! ব্রত প্রতিপালনের জন্য রাজ্য, ধন, জন, সকলি

বিসর্জ্জন করেছি ; হায় ! এখন কি সামান্য সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার জন্য চির রক্ষিত ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত 'হতে হবে ? হায় ! আর আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি আমার মরণই মঙ্গল ! আমা হতে এই মহৎ বংশের নিষ্কলঙ্ক নাম এককালে মসীপূর্ণ কুণ্ডে নিমগ্ন হ'ল ! লোকে এই ঘোষণা ক'রবে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র দান 'করে তার দক্ষিণা দিতে পারেন নাই ! প্রিয়ে ! জীবিত থাকৃতে আমাকে কি এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ ক'রতে হবে ? হায় ! আমার দানও বিফল হ'ল ! ব্রতও পণ্ড হ'ল। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

শৈব্যা। মহারাজ ! আপনি চিন্তা ক'রবেন না। দেখুন, দৈত্যরাজ বলি বামন দেবকে ত্রিপাদ ভূমি দানে অঙ্গীকার করেছিলেন, পরে যখন বামনরূপী ভগবান দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য আচ্ছাদন ক'রলেন, তখন মহারাজ বলি অবশিষ্ট পদটী আপন মস্তকে ধারণ 'করে অঙ্গীকার হতে মুক্ত হয়েছিলেন। তা আপনি এত চিন্তা ক'রচেন কেন ? আমরা ত এখন আছি।

হরি। মহিষি ! তোমার কথার ভাবার্থত কিছুই বুঝ্‌তে পা'রলেম না। তোমার দ্বারা এ অঙ্গীকারের কি উপকার হ'তে পারে ?

শৈব্যা। কেন মহারাজ ! এ কাশী ধাম বহু লোকে পরিপূর্ণ। ক্রেতার ত অপ্রতুল নাই। নাথ ! আপনি আমারে বিক্রয় 'করে সেই ধনে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

হরি। মহিষি ! কি 'বল্‌লে ? তোমাকে বিক্রয় ক'রব ? হায় হায় ! এ কথাও আমাকে কর্ণে শুনতে হ'ল ! রে কঠিন হৃদয় ! তুই এখনো বিদীর্ণ হচ্চিস না ! কি সর্ব্বনাশ ! প্রিয়ে ! আমি তোমাকে বিক্রয় ক'রব ? আর ও কথা মুখে এন না। ও অপেক্ষা আমার মরণও সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, স্ত্রীকে আত্মজীবনের ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ ক'রবে। আমি কি তদ্বিপরীত কার্য্য 'করে, পৃথিবীতে একজন কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল হ'ব ? (অশ্রুপাত)

শৈব্যা। নাথ ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সুপণ্ডিত। আপনাকে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝান আমার ন্যায় অজ্ঞান অবলা রমণীর সাধ্য নয়। কিন্তু আপনি স্মরণ 'করে দেখুন, আত্মরক্ষার্থে শাস্ত্রে স্ত্রীপর্য্যন্ত বিসর্জ্জনের বিধি আছে। প্রাণ হতেও প্রতিজ্ঞাকে আপনি অধিক করে দেখেন। অতএব প্রাণবল্লভ ! আপনি

অন্যমত ক'রবেন না; দাসীর কথা গ্রহণ করুন। নাথ! যদি এ দেহের দ্বারা আপনার কথঞ্চিৎ উপকার হয়, তবে এ দেহকে দাসী চরিতার্থ জ্ঞান ক'রবে।

হরি। হা বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল? প্রিয়ে! তোমার ন্যায় পতিপরায়ণা স্ত্রী আর জগতে দৃষ্ট হয় না। হায়! তোমারে পরিত্যাগ ক'রে কি আবার দেহে জীবন থাক্‌বে? প্রিয়ে অন্য কোন উপায় থাকে ত বল। আমি তোমারে বিক্রয় ক'রতে কথনই পা'রব না। (অপর দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে রাজর্ষি আস্‌চেন।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী টোড়ী তাল জৎ।

জয় জগত কারণ, মানস মোহন,
বিশ্ব বিনোদন নিরঞ্জন।
ভব ভয় ভঞ্জন, তারো মোরে বিভো,
মহেশ নির্ব্বিকার নারায়ণ॥
পাপ, তাপ, নিবারণ, পতিত পাবন জনার্দ্দন,
শিব বিষ্ণু সনাতন, নিখিল মঙ্গল কারণ॥

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক্! প্রভু! প্রণাম করি। (প্রণাম)

শৈব্যা। ঋষিরাজ! আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম) বাছা রোহিত! ঋষিচরণে প্রণিপাত কর।

(রোহিতাস্যের প্রণাম)

বিশ্বা। মহারাজ! আজ পক্ষান্তের শেষ দিন। অদ্য আপনার অঙ্গীকৃত অর্থ দিবার নির্দ্দিষ্ট দিন। অতএব আর বিলম্ব ক'রবেন না, আমাকে স্বীকৃত সুবর্ণ প্রদান করুন।

হরি। মহর্ষি! এ পর্য্যন্ত অঙ্গীকৃত অর্থ হস্তগত ক'রতে পারি নাই। আর হস্তগত ক'রবার কোন উপায় ও স্থির ক'রতে পারি নাই। (অবনত গ্রীবায় মৌনাবলম্বন)

বিশ্বা। (ব্যঙ্গ-হাস্য করিয়া) তবে মহারাজ তুমি স্বকৃত অঙ্গীকার পালনে অক্ষম! তুমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হলে! হাঃ হাঃ! এক্ষণে ক্ষত্রিয়-দের প্রতিজ্ঞা পালন পরম ধর্ম্ম কোথায় রইল?

হরি। রে পাষাণ প্রাণ! তুই এখন এ দেহ হতে পলায়ন করিস নাই! কি সুখে আর এ দেহে অবস্থান ক'রছিস! কাপুরুষের দেহে অবস্থান 'করে বৃথা কেন অবমাননা সহ্য ক'রচিস!—হা বিধাত! আমার অদৃষ্টে, কি এত অপমান লিপি করেছিলে? (ক্রন্দন)

শৈব্যা। মহারাজ! ক্ষান্ত 'হন্! কেন ক্রন্দন করেন? উপায় থাক্‌তে কি জন্য অপনি আপনাকে তিরস্কার ক'রচেন? মহারাজ আমাকে বিক্রয় 'করে স্বীকৃত দক্ষিণা প্রদান করুন।

বিশ্বা। (স্বগত) এরূপ ধর্ম্মপত্নী না থাক্‌লে মহারাজ কখনই দেব-লোকের মর্য্যাদাকে জয় ক'রতে পা'রতেন না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! মহিষী ত উত্তম উপায় বলেছেন। দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হয়ে ঘোর নরকে গমনাপেক্ষা রাজ্ঞীকে বিক্রয় 'করে দক্ষিণা দান শ্রেয়স্কর।

হরি। হায়, হায়! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল, শেষ স্বহস্তে স্ত্রী বিক্রয় ক'রতে হ'ল (অবসন্ন ও চিন্তিত ভাবে কিয়ৎ কাল মৌন থাকিয়া) যে আজ্ঞা ঋষিরাজ! আপনি ক্রেতা আনয়ন করুন (চক্ষে উত্তরীয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রন্দন)

বিশ্বা। (উচ্চৈস্বরে) হে কাশীবাসীগণ! তোমাদের কার দাসীর প্রয়ো-জন আছে, কেও দাসী ক্রয় ক'রবে।

হরি। শ্রবণদ্বয়! এ দারুণ ঘোষণা শব্দ শ্রবণ 'করে, এখনও কিজন্য বধীর হও নাই, এ অপেক্ষা শ্রুতিকটু আর কি শুনবে? বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল, আর বা তোমার মনে কি আছে কে ব'লতে পারে, মনুষ্য দেহ যে এতদুর পর্য্যন্ত কঠিন এবং এত কষ্ট সহ্য ক'রতে পারে তা আমি পূর্ব্বে জানতেম না। হায়! যে ব্যক্তি প্রতি দণ্ডে শ্রুতি পাঠকদিগের মুখে শ্রুতি বাদন

শু'নত, এক্ষণে সেই ব্যক্তি নিজ প্রাণাধিকা প্রিয়তমা স্ত্রীর বিক্রয় ঘোষণা সংবাদ শ্রবণ করেও জীবিত রয়েছে! হা ধর্ম্মরাজ! তুমি কি আমায় বিস্মৃত হয়েছ?

বিশ্বা। মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন, ঐ দেখুন অনেক ক্রেতা এই দিকে আগমন ক'রচে।

(কৌণ্ডিল্য ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

কৌণ্ডি। (জনান্তিকে) মন্দ নয়, স্ত্রীলোকটীর আকার প্রকারে, কোন বিশিষ্ট ঘরের মেয়ে বোধ হচ্চে, অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা, রীত চরিত্রও ভাল হ'তে পারে, যাহ'ক আমি অনেক দিন অবধি ব্রাহ্মণীকে পতিভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য, একটী পতিব্রতা রমণী অন্বেষণ 'করছি দৈব বুঝি আজ সেটী ঘটালেন; অগ্রসর হয়ে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) আপনারা কি দাসী বিক্রয় জন্য ক্রেতা আহ্বান কর'ছিলেন?

বিশ্বা। হাঁ এই গুণবতী পতিব্রতা, এই লোকটীর ভার্য্যা, ইনি কোন বিশেষ দায়ের জন্য, আপন স্ত্রীকে দাসীত্বে বিক্রয় ক'রতে উদ্যত হয়েছেন, যদি তোমার আবশ্যক হয় ক্রয় কর, মূল্য শত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

কৌণ্ডি। মহাশয়! আমার এইরূপ পতিব্রতা রমণী একটীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার কাছে সম্প্রতি অত অর্থ নাই, ষষ্টি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি, যদি অভিমত হয় 'বলুন।

শৈব্যা। প্রভু! দাসীর এই নিবেদন, আমাকে এই ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করুন, ব্রাহ্মণ গৃহে, ব্রাহ্মণ সেবায় দেহ পতন হলেও সার্থক, অন্য জাতিকে বিক্রয় ক'রবেন না।

হরি। তোমার যা ইচ্ছা তাই হ'ক। ঠাকুর! আপনাকে ষষ্টি সহস্র মুদ্রাতেই এই স্ত্রীরত্নকে বিক্রয় 'করলেম। মহর্ষি! এক্ষণে অর্থ গ্রহণ করুন। ঠাকুর! আপনাকে এক্ষণে এই নিবেদন করছি, এই রমণী পতি বিরহে কাতর হ'লে একে অনুগ্রহ করে সান্ত্বনা ক'রবেন।

কৌণ্ডি। বাপু, অবশ্য ক'রব সে জন্য তুমি চিন্তিত হইওনা। (স্বগত) এ রমণী যে পতিপ্রাণা পতিব্রতা তাতে আর সন্দেহ নাই।

(প্রকাশ্যে) মহাশয়! এই মূল্য গ্রহণ করুন। (বিশ্বামিত্রকে অর্থ প্রদান)

শৈব্যা। প্রভু! এখন প্রসন্নবদনে অনুমতি করুন, আমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে গমন করি। নাথ! আমার জন্য দুঃখিত হবেন না, আমি ব্রাহ্মণ ঠাকুরের গৃহে সুখে থা'কব, কোন কষ্ট হবে না। বাছা রোহিত! যাও তোমার পিতার নিকট যাও, (মুখ চুম্বন করিয়া) তোমার অভাগা জননী তোমাকে পরিত্যাগ করে চল্লো। আজ অবধি তুমি মাতৃহীন হলে। নাথ! শিশুটীকে যত্নে লালন পালন ক'রবেন, দেখবেন যেন মাতৃবিহনে ক্রন্দন না করে, রাত্রিকালে মা বলে কেঁদে উঠলে, কোলে করে সান্ত্বনা করবেন! (রোদন)

রোহি। (সরোদনে) মা! তুমি কোথায় যাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমায় রেখে মা তুমি কোথায় যাবে, মা আমায় কোলে ক'র, মা আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবনা, ক্ষিধে পেলে আমায় কে খাওয়াবে রাত্রে আমায় কে কাছে কোরে নিয়ে শোবে; না মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

হরি। হা নিদারুণ বিধাতঃ! হা দুর্দৈব! তোদের মনে কি এই ছিল! লোকের দুঃসময়ে সকলেই বৈরিভাব ধারণ করে। হা মৃত্যু! তুইও এ সময়ে আমার প্রতি প্রতিকুল হলি, এই সকল হৃদয় বিদীর্ণকর ব্যাপার দেখাবার জন্য, তুই কি আমায় গ্রাস কর্চ্চিস না, আমি তোকে অনুনয় করে বল্‌চি তুই আমায় এখনি গ্রাস কর।

কৌণ্ডি। ওহে বাপু! তুমি রোদন করনা, এক উপায় আছে যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত বল।

হরি। ঠাকুর! কি উপায় আছে?

কৌণ্ডি। শিশুটীকে জননীর সঙ্গে আমায় প্রদান কর।

হরি। ঠাকুর! এ শিশুটীকে গ্রহণ ক'রতে আপনি কেন সম্মত হবেন? এর দ্বারা ত আপনার কোন উপকার হবে না, অনর্থক এ শিশুর লালন পালনের ভার দিয়ে আপনাকে দায়গ্রস্ত ক'রতে আমি কুণ্ঠিত হচ্চি।

কৌণ্ডি। যখন আমি ইচ্ছা করে গ্রহণ কচ্চি, তখন তোমার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নাই, এই শিশুর দ্বারা আমার যথেষ্ট উপকার হবে, পূজার

পুষ্প চয়নাদি সামান্য সামান্য কার্য্য সকল ক'রতে পারবে। এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

হরি। ঠাকুর! আমি সম্মত হ'লেম, কিন্তু আমার একটী নিবেদন আছে, এই দাসীকে আহারের জন্য যে অন্ন প্রদান 'করবেন, তারি অংশ থেকে এই শিশু প্রতিপালিত হবে। (রোহিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক) যাও বাছা! তোমার জননীর সঙ্গে যাও, দেখ ব্রাহ্মণের গৃহে কোন দৌরাত্ম্য কোরনা, ঠাকুরের কথা শুনো, যখন যা আজ্ঞা করবেন, তা পালন করো, আর তোমার জননীর নিকট সর্ব্বদা থেকো! আজ থেকে তোমার পাষণ্ড পিতা তোমাকে পরিত্যাগ ক'রলে। (রোদন)

শৈব্যা। নাথ! প্রণাম করি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার পাদ পদ্মে চিররতি থাকে, আর জীবনান্তে আপনার শ্রীচরণে স্থান পাই। বাছা রোহিত! পিতার চরণে প্রণাম কর!

হরি। অভাগিনি! আর তোমারে আমি কি বলে সম্বোধন করবো, আমার প্রাণ তোমার সঙ্গে সঙ্গেই চল্ল, শূন্য দেহ মাত্র অবশিষ্ট রহিল; জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যদি ধরাধামে আর কখন জন্ম পরিগ্রহ ক'রতে হয়, তবে তোমায় যেন পত্নীরূপে প্রাপ্ত হই! অধিক আর কি ব'লব তোমা হ'তে সূর্য্য বংশের অকলঙ্কিত কুলমর্য্যাদা রক্ষা হ'ল।

শৈব্যা। মহর্ষি! প্রণাম করি, এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবিতেশ্বর শীঘ্র আপনার অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ ক'রতে পারেন, যেন অঙ্গীকার ভঙ্গরূপ মহাপাতকে পতিত না হন।

বিশ্বা। পতিব্রতে! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বিপ্রসদনে গমন কর।

কৌণ্ডি। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, পুত্র লয়ে আমার সঙ্গে এস।

শৈব্যা। নাথ! বিদায় হলেম, যদি ঈশ্বরের মনে থাকে তবে আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাব, নইলে আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হবে না!

[রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া সজল নয়নে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কৌণ্ডিল্যের সহিত অগ্রসর।]

রোহি। মা মা! আমরা কোথা যাচ্চি, বাবা যাবেন না, বাবা! এস না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুমি যাবে না।

হরি। না বাবা! তোমরা যাও। (অধোবদন)

(শৈব্যা, রোহিত ও কৌণ্ডিল্যের প্রস্থান)

(স্বগত) হা! প্রাণপ্রিয়ে! তুমি আমার পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে, আমি স্বহস্তে প্রাণাধিকা পত্নী, প্রাণাধিক পুত্রকে কারে দিলাম! হা! প্রিয়ে! তুমি বলেছিলে যে দেহে প্রাণ থাকতে আমায় তুমি পরিত্যাগ ক'রবেনা, তবে সে কথার কেন অন্যথা করলে। হা প্রাণেশ্বরি! যে বিরহ ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করে উদাসিনী হয়ে আমার সঙ্গে এসেছিলে, অদৃষ্ট ফেরে সেই বিরহ যন্ত্রণাই তোমাকে সহ্য ক'রতে হ'ল। হায়! চিরদিন তুমি অন্তঃপুর মধ্যে বাস ক'রতে, শত শত পরিচারিকা তোমার সেবায় নিযুক্ত থা'কত, পরগৃহ বাসের কষ্ট তুমি কিছুই জান না, এখন পরের ঘরে কি করে পরের সেবায় নিযুক্ত থা'কবে! তোমার অনুমতি পালন জন্য সর্ব্বদা সখীরা যোড় হস্তে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থা'কত, এখন তোমায় পরের আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী হয়ে জীবন ধারণ ক'রতে হবে! হায়! আমি কি হতভাগ্য নরাধম, আমি জীবিত থা'কতে তোমাকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'তে হ'ল, হায়! আমি স্বইচ্ছায় তোমায় বিক্রয় ক'রলাম, স্বইচ্ছায় তোমায় পরিত্যাগ ক'রলাম। (রোদন)

বিশ্বা। মহারাজ! ক্রন্দন ক'রলে কি হবে, অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডন ক'রতে পারে। এখন আমাকে অবশিষ্ট স্বর্ণ দানের উপায় করুন, আর আমি বিলম্ব ক'রতে পারিনা।

হরি। রাজর্ষি! আর ত কোন উপায় দেখতে পাচ্চিনা, কেবল দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে, আমার এই দেহ বিক্রয় করে অবশিষ্ট দক্ষিণা গ্রহণ করুন; ক্রেতা আহ্বান করুন।

বিশ্বা। হাঁ, এ ভিন্ন ত অন্য উপায় আপাতত দৃষ্ট হচ্চে না, (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে পথবাহিগণ! তোমাদের কাহার দাসের প্রয়োজন আছে? আমি দাস বিক্রয় কচ্চি শীঘ্র উপস্থিত হও।

(বীরবাহু চণ্ডালের প্রবেশ)

বীর। কে দাস বিক্রী ক'রতে চাচ্চে, মোর একজন দাসের দরকার আছে।

বিশ্বা। ওহে বাপু! আমি বিক্রয় ক'রব।

বীর। দাস কেটা?

বিশ্বা। (হরিশ্চন্দ্রকে দেখাইয়া) এই তোমার সম্মুখে।

বীর। দাম কত?

বিশ্বা। চাল্লিস সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা।

বীর। (স্বগত) এ লোকটাকে ভদ্রঘরের বোদ হচ্চে, কেনার আগে মোর পরিচয়টা দেওয়া চাই। (প্রকাশ্যে) মশয়! মোকে চেনেন, মুই জাতিতে চাঁড়াল, মোর নাম বীরবাহু, মোর শুয়রের পাল চরাবার লেগে, একজন লোকের দরকার আছে, এ লোকটী সে কাজ ক'রতে পা'রবে তো?

হরি। ঋষিরাজ! আপনাকে বিনয় করে বলি, আপনি চণ্ডাল হস্তে আমাকে বিক্রয় ক'রবেন না, অন্য কোন জাতিকে বিক্রয় করুন।

বিশ্বা। তবে তুমি স্বীকৃত স্বর্ণ প্রদান ক'রতে চাওনা, তাই কেন স্পষ্ট করে বলনা? আমি অন্য ক্রেতা এখন কোথায় পাই।

হরি। তবে আমি চণ্ডালেরি দাসত্ব স্বীকার ক'রলেম, আপনি ক্রোধ সম্বরণ কুরুন। (বীরবাহুকে সম্বোধন পূর্ব্বক) বাপু! আমি তোমার দাসত্ব স্বীকার ক'রলেম, কিন্তু আমি তোমার অন্ন গ্রহণ ক'রব না।

বীর। আচ্ছা তা করোনা, তোমার খাবার তরে আলাদা কড়ি ধরে দেব। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) ঠাকুর! এই টাকা নাও (স্বুবর্ণ মুদ্রাপ্রদান)

বিশ্বা। (স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া) এখন তুমি অঙ্গীকার হ'তে মুক্ত হলে, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। বীরবাহু! তুমি তোমার দাসকে সঙ্গে লয়ে যাও। (বিশ্বামিত্রের প্রস্থান)

বীর। এস হে দাস! মোর সাতে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

—DC—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কৌণ্ডিল্য ব্রাহ্মণের গৃহ)

(শৈব্যা অর্দ্ধশয়না পার্শ্বে রোহিত নিদ্রিত)

শৈব্যা। হা বিধাতা! তোমার মনে কি কিছুমাত্র মায়া দয়া নাই, রাজ্য, ধন, জন, সকলি নিলে, দেশত্যাগী ক'রলে, তবু কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোলনা! সসাগরা পৃথিবীর মহারাজ পথের ভিখারী হয়ে, সামান্য অর্থের জন্য স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ক'রলেন, এখন যে তিনি কোথায় কি বেশে ভ্রমণ করে কাল যাপন কচ্চেন, অভাগিনী তার কিছুমাত্র জানতে পাচ্চেনা, জানবার উপায়ও নাই। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) রজনীদেবি! তুমি জগতে বিরাম দান কর, তোমার সুশীতল ছায়ায় সকলে মনের সুখে বিশ্রাম সুখ লাভ করে, আর আমার মতন অনাথিনীরা তোমার সাক্ষাতে রোদন করে অকপটে মনবেদনা প্রকাশ করে! আমার মনেরদুঃখ কেহ জানতে পাচ্চেনা, আমার এই রোদন ধ্বনি কেহ শু'নতে পাচ্চেনা, অশ্রুধারে ধরণী প্লাবিত হচ্চে, তাও কেহ দেখতে পাচ্চে না, যিনি জানবার অধিকারী সেই সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর কেবল জানচেন, আর এই পৃথিবীতে আমার হৃদয়েশ্বর আমার হৃদয়ের বেদনা মনে মনে বুঝতে পাচ্চেন। হে রজনীদেবি! এই গভীর নিশাকালে, গভীর চিন্তায় আমার নয়নে নিদ্রা নাই, নয়নের আবরণ মুক্ত, মনেরও আবরণ মুক্ত, সকল কথাই তোমার চরণে নিবেদন কচ্চি। পূর্ব্বাপর সকল কথাই এখন মনে হচ্চে, কেবল আমার চিরজীবনের সখা হৃদয় বল্লভ কোথায় আছেন, সেইটী মনে ক'রতে পাচ্চি না। নিশাদেবি! তুমি সকলেরি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়ে দেও, চরণে ধরি যদি জান, কৃপা করে বল আমার প্রাণেশ্বর কোথা? আমি ব্রাহ্মণ গৃহে দাস্য বিত্তি কচ্চি, তাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট নাই, কস্মিন কালেও যাদের দেখি নাই, প্রাণপণ যত্নেও তাদের মনোরঞ্জন করে তিরস্কার সহ্য কচ্চি, তাতেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই! রোহিতের চাঁদ মুখ

দেখে আর প্রাণকান্তের চরণ যুগল মনোমধ্যে ধ্যান করে, সকল কষ্ট, সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা ভুলে যাই, কিন্তু যখন মনে হয় রাজরাজেশ্বর পথের ভিখারী, তখন আর আমাতে আমি থাকি না! উঃ! চিন্তা কি ভয়ানক হলাহল! যে শরীরে এই বিষ একবার প্রবেশ করেছে, তার কুশল জন্মের মতন ফুরিয়েছে। নিদ্রাদেবি! লোকে তোমাকে বিরামদায়িনী বলে, কৃপা করে একবার এ দুঃখিনীর প্রতি সদয় হও, ক্ষণকালের জন্য এই কালরূপী চিন্তার হাতে থেকে পরিত্রাণ পাই! (অন্যমনস্ক ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ)

(রোহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক।)

(স্বগত) এই যে মা ঘুমিয়েছেন! ভালই হয়েছে। (দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যা! রাত একেবারে শেষ হয়ে গেছে, আমি এতক্ষণ ঘুমিয়েছি, ভোরে ভোরে পুষ্প চয়ন না ক'রলে বামুন ঠাকুর কত বকেন, কত মুখ করেন। এই বেলা যাই, মা ঘুমুচ্চেন, না উঠতে উঠতেই ফুল তুলে ফিরে আসব এখন।

(পুষ্পপাত্র ও অঙ্কুশ লইয়া প্রস্থান)

শৈব্যা (সচকিত জাগরিত হইয়া) একি! এমন দুঃস্বপ্ন কেন দে'খলাম? জগদীশ! তোমার মনে আর কি আছে! (শয্যা নিরীক্ষণ) কই! রোহিত শয্যায় নাই, কোথায় গেল! রোহিত! রোহিত! কই না এখানে তো নাই, ফুল তুলতে গেছে কি? কেন এখনত রাত অনেক আছে, এই অন্ধকারে একাকী বালক কাননে প্রবেশ ক'রলে! হায় হায়! পরাধীন জীবনে কি কষ্ট, না জানি অদৃষ্টে আজ কি বা ঘটে, না জানি বিধাতা আবার আজ কি বিপদই ঘটান! উঃ! প্রাণ আজ এমন ব্যাকুল হ'ল কেন? সেই কাল স্বপ্নই কি তবে সত্য হবে, হতভাগিনীর কপাল কি একেবারেই ভেঙ্গে যাবে! বিধাতা! এখন কি তুমি তুষ্ট হও নাই, (চঞ্চলভাবে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুত্রের অন্বেষণে গমনোদ্যতা)

(দ্রুতপদে রোহিতের প্রবেশ।)

রোহি। (জননীর ক্রোড়ে গমন পূর্ব্বক কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া) মা মা! আমায় কি কামড়েছে, বড় জ্বালা কচ্চে, উঃ!

শৈব্যা। (শশব্যস্তে) অ্যাঁ, কি কামড়েছে বাবা? কোথায় কামড়েচে বাবা? কই দেখি।

রোহি। এই পায়ের আঙ্গুলে, (অঙ্গুলী প্রদর্শন) এই দেখ মা। উঃ! বড় জ্বালা কচ্চে, পাটা ভারি ভারি বোধ হচ্চে, গা কাঁপছে, মাথাটা ঘুরচে, উঃ!

শৈব্যা। কি সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ মাথা ঘুরচে, হায় কি হ'ল তবে, ওমা আমি কোথা যাব? হায় হায়! আমার কি হবে! বড় জ্বালা কচ্চে কি বাবা?

রোহি। মা! আর আমি কথা কইতে পাচ্চিনা, আর আমি চক্ষে কিছুই দেখতে পাচ্চিনা। মা! আমি শোব, আর কোলে বসতে পারিনা।

শৈব্যা। (সজলনয়নে) এই যে বাবা বিছানা, শোয়না বাবা!

(রোহিতের শয়ন ও মৃত্যু)

(কপালে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) ওগো আমার কি হলো গো? আমার রোহিত এমন হ'ল কেন গো! আর যে কথা কয়না, আর যে নড়ে চড়ে না, (নাসিকায় হস্ত প্রদান করিয়া) ওমা! এ কি হ'ল আর যে নিশ্বাস পড়চে না, বাবা রোহিত! ও রোহিত! বড় জ্বালা কচ্চে কি বাবা! কি অসুখ কচ্চে বাবা? একবার কথা কও, চাঁদ মুখে একবার মা বলে ডাক, প্রাণ যে ফেটে যায়। ওগো ঠাকুর! আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার রোহিত আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, আমার রোহিত নাই গো! (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

(কৌণ্ডিল্য ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

কৌণ্ডি। (সক্রোধে) কি হয়েছে, কি হয়েছে, এত রাত্রে কি গোলমাল কচ্চিস? হয়েছে কি?

শৈব্যা। ঠাকুর! আমার কপাল ভেঙ্গেচে, রোহিত আমার ফুল তুলতে গয়েছিল, পথে পায়ে কি কামড়ায়, দৌড়ে ফিরে এসে বল্লে, "মা আমায় কি কামড়েচে, বড় জ্বালা কচ্চে, উঃ আঃ।" বার দুই করেই, ঢলে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

কৌণ্ডি। তবে বোধ হয় সর্পাঘাত হয়েছে।

শৈব্যা। ঠাকুর! তবে কি হবে, কেমন করে আমার রোহিত আরোগ্য হবে? ঠাকুর! কাছে কি কোন রোজার বাড়ী নাই?

কৌণ্ডি। বাছা! রোহিতের আকার প্রকার দেখে, ও যে বেঁচে আছে, আমার এমন বোধ হচ্ছে না, তুমি একবার ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখ দেখি।

শৈব্যা। (রোহিতের অঙ্গ চালনা করিয়া) কৈ ঠাকুর! কৈ রোহিত ত নড়চে চড়চে না। হায়! আমার অদৃষ্ট কি একেবারে ভাঙ্গল, হায়! কাল স্বপ্ন কি সত্যই কাল বেশে আমার রোহিতকে দংশন ক'রলে। হায়! হায়! আমার কি হবে! ঠাকুর! রোহিতকে বাঁচাবার কি তরে কোন উপায়ই নাই? ঠাকুর! যদি এ অভাগিনীর প্রাণ দিলে প্রাণাধিক রোহিত প্রাণদান পায়, আমি এখনি দিতে প্রস্তুত আছি।

কৌণ্ডি। বাছা! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমায় অধিক আর বোঝাব কি, বিধাতা তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল, আর বৃথা খেদ করে কি ক'রবে বল। রোহিত বেঁচে থাকলে, সর্প বৈদ্য আনয়ন করে, প্রতিকারের চেষ্টা ক'রতেম, যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আর বৃথা যত্ন করে কি হবে।

শৈব্যা। ঠাকুর! আর ও কথা মুখে আনবেন না, বালাই আমার রোহিত বেঁচে আছে, এই যে বাছা আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিল, এই যে 'আর বোশতে পারিনে বলে বিছানায় শুলে! ঠাকুর! রোহিত ঘুমিয়েছে, বাছা রাত থাকতে ঘুম চোকে উঠে গিয়েছিল, ঘুমের ঘোরে হয় ত স্বপ্ন দেখে 'কি কামড়েচে বলে,' আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কৌণ্ডি। বাছা! বৃথা আশ্বাস দিয়ে, বিষাদ মগ্ন হৃদয়কে কেবল ক্ষণেক উত্তেজিত করা মাত্র। রোহিত জীবিত থাকলে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলত; তা'হলে কণ্ঠ ও নাভিদেশে স্পন্দন চিহ্ন লক্ষিত হ'ত, কৈ তাত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

শৈব্যা। ঠাকুর! আপনার চরণে ধরি, আমার রোহিতকে বাঁচিয়ে দিন, রোহিত বই আর যে আমার কেউ নাই! হায়! অভাগিনী এত দুঃখ সহ্য করেও বাছার মুখ চেয়ে জীবন ধারণ করেছিল, বাছার ভাল মন্দ ঘটলে এ দেহে আর জীবন থাকবে না; আর জীবন ধারণেই বা আবশ্যক কি! প্রাণ বিহীন শূন্য দেহ লয়ে প্রাণ ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র! ঠাকুর! আমি ত

মনে জ্ঞানে কখন কোন পাপাচরণ করি নাই, তবে কেন আমায় এ মর্ম্মভেদী বেদনা পেতে হ'ল! বাবা রোহিত! বাবা, বাবা! একবার উঠে বোস, একবার চাঁদ মুখে মা বলে ডাক। বাছা! তোর অভাগী জননী তোর বিহনে যে প্রাণে মরে! বাছারে আমার! তোর এ দশা দেখে যে বুক ফেটে যায়! ওঃ হোঃ! প্রাণনাথ! তুমি এ সময় কোথা রইলে! (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও বক্ষে এবং শিরে করাঘাত)।

(নেপথ্যে, আঃ! মাগীর যন্ত্রণায় যে ঘরে থাকা দায় হ'ল দেখছি, রোজ রাত্রে নিসুতির সময়, লোকের ঘুমাবার সময় মাগীর শোক যেন উতলে ওঠে, নির্ত্তি নির্ত্তি কি এ রকম ভাল লাগে, কাঁদতে ইচ্ছা হয়, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাঁদ্‌গে।)

শৈব্যা। মা ঠাকুরণ! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার রোহিত আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে!

(নেপথ্যে, গেছে তার জন্যে এত কান্না কেন, রাত নাই হয়ত ফুল তুল্‌তে গেছে। মাগীর রঙ্গ দেখে সব্ব শরীর জলে ওঠে।)

শৈব্যা। মা ঠাকুরণ! রোহিত একেবারে জন্মের মতন আমায় ফেলে চলে গেছে, বাছাকে সাপে কামড়েচে।

(নেপথ্যে, অ্যাঁ! মরেচে নাকি?)

কৌণ্ডি। হাঁ, সর্পাঘাত হয়ে রোহিতের মৃত্যু হয়েছে।

(নেপথ্যে, কি জ্বালা ঘ্রে মলো, মাগীর কি কোন বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, গেরস্থর বাড়ীর ভেতর ছেলেটা মলো, বার করে নিয়ে যেতে পারেনি, যা যা, মাগী শীগ্‌গির করে ছেলে নিয়ে শশ্মানে যা, মরা ছেলে ঘরে রেখে কাঁদতে বোসেচিস্‌, গেরস্থর কল্যাণ অকল্যাণ একবার ভাবতে নেই।)

শৈব্যা। মা ঠাকুরণ! এ পোড়াকপালী দাসী আর আপনাদের জ্বালাতন ক'রবে না, জন্মের মত বিদায় হলেম। হা জগদীশ! আমার ভাগ্যে কি শেষে এই ঘট্‌ল! এখন কি করি, রাতও শেষ হয় নি, একলা কেমন করে এই রাত্রি কালে মৃত পুত্রকে লোয়ে যাই, পথ ঘাট কিছুই জানি না! হা প্রাণবল্লভ! এমন সময় তুমি কোথায় রইলে, নিঃসহায় অবলা কেমন করে এই রাত্রিকালে সন্তানকে লয়ে শশ্মানে গমন ক'রবে। নাথ! এক-

বার এসে দাসীর দশা দেখে যাও। হায়, হৃদয়বল্লভ! তোমাকেই বা স্মরণ ক'রচি কেন, তুমি এ নিদারুণ ঘটনার কিছুই জান না। বোধ করি, তুমি এখন নিদ্রায় অভিভূত আছ, এমন সর্ব্বনাশ যে ঘটবে বোধ হয় তুমি মনেও কখন করনি, স্বপ্নেও কখন দেখনি! নাথ! তুমি জান তোমার রোহিত তার জননীর কাছে সুখে আছে। হায়! তুমি এ হৃদয় বিদীর্ণকর সমাচার পেলে কখনই সহ্য ক'রতে পারবে না, প্রাণেও বাঁচবে না। আহা! এত দিন তোমার দেহে যে জীবন আছে, তাই বা কে জানে, তুমি একেবারে এত দুঃখ যে সহ্য করতে পাচ্চ, তাত আমার বোধ হয় না! দুঃখের মুখ কখন দেখ নাই, সর্ব্বদাই সুখে বাস ক'রতে! হায়! ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পরাজয় শাস্ত্রে এই কথাই শুনেছিলাম, আমার অদৃষ্টের দোষে কি বিধির লিখনও মিথ্যা হ'ল! এত দান, এত ধর্ম্ম তার ফল কি এই হ'ল। (পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া) রোহিতরে! বাবা এ অভাগিনীকে একলা রেখে তুই কোথায় গেলি! বাছারে! ব্রাহ্মণের গৃহে আসবার সময় তুই আমায় পরিত্যাগ করিস নি, সঙ্গে আসবার জন্যে কত কেঁদে ছিলি, এখন কি দোষে আমাকে ফেলে চলে গেলি! বাছা! আমি ত কখন তোকে মন্দ কথা বলি নাই, কখন অযত্ন করি নাই, তবে কি অপরাধে তোর দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করে গেলি। বাবারে! আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা! বাবা! বামুণ ঠাকুর তিরস্কার করলে যখন আমি কাঁদ্‌তেম, তখন তুই আমার চক্ষের জল পুঁছিয়ে দিতিস, কত সান্ত্বনা কর্ত্তিস, হায়! এখন বাছা আমায় কে সান্ত্বনা ক'রবে! বাবারে! আমি আহার না ক'রলে, তুই কাঁ'দ্‌তিস, তুইও কিছু খেতিস না, কত বুঝাতিস, কত প্রবোধ দিতিস, হায়! এখন আর আমাকে কে মা বলে স্নেহ ক'রবে, কাঁদ্‌লে গলা ধরে কে চখের জল মুছিয়ে দিবে! হায়, হায়! আর আমার জীবন ধারণে আবশ্যক কি, বাছা তোর সঙ্গে আজ জীবন বিসর্জ্জন দিব, এক চিতায় প্রাণত্যাগ ক'রব, সকল দুঃখের শেষ ক'রব। যাই আর বিলম্বে কাজ নাই, যত শীঘ্র প্রাণত্যাগ ক'রতে পারি, তা'রই যত্ন করি গিয়ে। (মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

—০ঃ০৪০ঃ০—

প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান।

(হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল বেশে অদ্ধশায়ী)।

হরি। রাত্ত আর বড় অধিক নাই, কি আশ্চর্য্য! সমস্ত রাত্রের মধ্যে পোড়া চোখে কি একবারও নিদ্রা এল না, কত চেষ্টা ক'রলেম, কিছুতেই ঘুম হ'ল না, আর নিদ্রারই বা দোষ কি, মনঃস্থির না হলে ত আর নিদ্রা হবে না, কতই ভাবনা, কতই উদ্বেগ, কতই আশঙ্কা। জগদীশ! আমাকে চিন্তার হস্ত হ'তে মুক্ত কর। হায়! জন্ম জন্মান্তরে যে কত পাপ কোরে ছিলাম, তার সংখ্যা নাই, এখন তারি ফল ভোগ হর্চ্চে। হায়, হায়! কোথা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা, কোথা বীরবাহু চণ্ডালের ভৃত্য, শূকর চারণ দ্বারা উদর পুরণ ক'রচি, শেষ কি না শশ্মান রক্ষক সব দাহ কাজে নিযুক্ত হ'তে হ'ল! হায়, হায়! (কিঞ্চিৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) আঁ্যা, আমি বৃথা আক্ষেপ কচ্চি কেন, সকলি ত ঈশ্বরের ইচ্ছা। নাথ! তোমার কার্য্যের কৌশল কে অবগত হতে পারে, তুমি কাকেও বা ধন হীন, বাস বিহীন, দীনের দীন কচ্চ, আবার সময়ে কাকেও অতুল বিভবশালী মহাপূজ্য, শত সহস্র জীবের পোষক কচ্চ। হে ইচ্ছাময়! আর আমার তোমার কাছে কোন প্রার্থনা নাই, যাতে শীঘ্র এসংসাররূপ রঙ্গভূমি হতে প্রস্থান ক'রতে পারি, তাই কর। হায়! পুরুষের কঠিন প্রাণ, এতে অনেক কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু প্রাণপ্রিয়ে! তুমি এখন কোথায়, কিরূপে দিনপাত কচ্চ তা আমি কিছুই জানতে পাচ্চি না, আর জানবার অধিকারও নাই। যখন তোমায় স্বইচ্ছায় স্বহস্তে পরকে বিক্রয় করেছি, তখন তোমার উপর আর আমার কি অধিকার আছে? হা হৃদয়েশ্বরি! নবনিত অপেক্ষা কোমল শয্যায়

শয়ন করেও তোমার নিদ্রা হ'ত না, সখীরা চামর ব্যজন ক'রত, পদসেবা ক'রত। হায়! এখন তুমি কিরূপে ব্রাহ্মণের ঘরে দিনপাত কচ্চ, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণাই না তোমায় সহ্য ক'রতে হচ্চে। হায়! রমণী পুরুষের প্রাণ স্বরূপ, ধিক আমায়, শত শত ধিক! পুরুষ দেহ ধারণ করে, কাপুরুষের ন্যায় পতিব্রতা প্রিয়তমা ললনাকে পরিত্যাগ ক'রলেম! হা বাছা রোহিত! তুমিও আমার জন্য কত কষ্ট পাচ্চ, রাজভোগে আহার ক'রতে, নিত্য নূতন বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান ক'রতে, এখন ছিন্নবাস পরিধান কচ্চ, ভোজনাবশিষ্ট আহার কচ্চ। হা দগ্ধ বিধি! তোর নিকট আমি এত কি অপরাধ করেছিলাম, যে তুই আমাকে এত শাস্তি দিচ্চিস্। আমি কখন কারও কোন অপকার করি নাই, কখন কারো ন্যস্ত ধন অপহরণ করি নাই, কখন মিথ্যা কথা কই নাই; হায়! তবে কি পাপে আমার অদৃষ্টে এই সকল দুঃখভোগ ঘটনা হচ্চে। আহা! আমার মনের অবস্থা আর এই শশ্মানের অবস্থা একিরূপ, এই শশ্মান প্রদেশ যেমন জনশূন্য, কেবল শৃগাল আর কুকুরে হাহাকার কচ্চে, আমার অন্তরও তেমনি আশা শূন্য, উদ্বেগ আর শঙ্কা অহরহ হাহা শব্দে হৃদয়কে কম্পিত কচ্চে। হা প্রিয়ে! তুমি যে বিরহ বেদনা সহ্য করবার ভয়ে সঙ্গে এসেছিলে, বিধির বিড়ম্বনায় সেই বিরহ বেদনাই তোমায় সহ্য ক'রতে হচ্চে। আহা! আমার জন্য তুমি কতই রোদন কচ্চ, কতই বিলাপ কচ্চ, তোমায় সান্ত্বনা করে, এমন আত্মীয় লোকও তোমার নিকটে কেউ নাই। প্রিয়ে! এত যন্ত্রণা সহ্য করে, তুমি কি জীবিত আছ? না, বোধ হয় আমার বিরহে তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করে, পতিব্রতা রমণীদের পবিত্র আবাস স্থানে গমন করেছ। বাছা রোহিতও তোমা বিহনে, মাতৃ হারা শিশুর ন্যায় সেও তোমার পশ্চাৎ গমন করেছে। তবে আমি আর কি সুখের প্রত্যাশায় এ দেহ ভার বহন কচ্চি? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডেই স্বহস্তে এ জীবন বিনাশ করি; আত্মহত্যা মহা পাপ, সেই পাপের ভয়েই কেবল পাচ্চি না। রে যম! তুই কি আমায় ভুলে গেচিস, যদি স্মরণ না থাকে, আমি মনে ক'রে দিচ্চি, আমার এই পাপ দেহকে তুই গ্রাস করে আমার দুঃখের শেষ কর। হায়! ধরাধামে জন্ম পরিগ্রহ করে, যে ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, স্বজন,আত্মীয় পোষ্যগণকে প্রতিপালন ক'রতে অপারগ, তার জীবন ধারণে আবশ্যক কি? এ জগতে

যে ব্যক্তি অধীনত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দাসত্ব যার উপজীবিকা, পর অন্নে যার দেহ পরিপুষ্ট, তেমন দেহে প্রয়োজন কি? তেমন লোকের অস্তিত্বে আবশ্যক কি? (কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া) অ্যাঁ, আমি কি সামান্য জ্ঞান শূন্য, শেষে পাগল হলেম, আমি কি প্রলাপ বক্‌চি! দুঃখের দশায় কি লোকের এতদূর পর্য্যন্ত ভ্রম, এতদূর মনের মলিনতা জন্মায়। সকলি সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা, যেমন দিবসের পর রাত্র, যেমন চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যায়ক্রমে অস্ত ও উদিত হয়ে থাকেন; তেমনি দেহি মাত্রেরি অদৃষ্টে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে ঘটনা হয়ে থাকে। না না, আর আমি বৃথা চিন্তা করে, মনকে অবসাদিত ক'রব না। বোধ হয় রাত্রি প্রভাত হ'তে এখনও বিলম্ব আছে, এখনও সুখতারা গগণে উদিত হয় নাই, প্রভাত-সমীর এখনও স্বীয় আবাস মলয়ানিল পরিত্যাগ করে নাই, বৃথা চিন্তায় সমস্ত রাত্রিটা যেগে আছি, দেখি দেখি যদি একটু নিদ্রা হয়। (চক্ষু মুদ্রিতপূর্ব্বক শয়ন)।

(শৈব্যার মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া প্রবেশ)।

শৈব্যা। বাছারে! তুই আমায় ফেলে কোথায় গেলিরে, এ অভাগিনীকে কার কাছে রেখে গেলিরে, বাবা! ওরে বাবা! একবার চোক চেয়ে তোর জননীর দশা দেখরে, একবার চাঁদ মুখে মা বলে ডাকরে! বাবারে! তুই যখন জন্ম গ্রহণ করিসনে, যখন এই পোড়াকপালীর গর্ভে ছিলি, সেই অবধি আমি কত আকিঞ্চন করেছিলাম। বাছা! তুই বড় হ'লে তোকে লেখা পড়া শেখাব, সুন্দরী রাজকুমারী অন্বেষণ করে বিবাহ দেব, হায়, বিবাহে কত উৎসব হবে, শত সহস্র দীন দরিদ্রকে ধন দান ক'রব, কালে তোর সন্তান হবে, তাকে কোলে করে মানুষ ক'রব, বৃদ্ধাবস্থায় তোকে রাজ্যভার অর্পণ করে, বনবাসী হয়ে জগদীশের আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কাটাব। বাছারে! সকল আশা একেবারে নৈরাশ ক'রলি; হায়! অদৃষ্ট দোষে আশা পুষ্প মুকুলেই শুখিয়ে গেল।

হরি। আঃ! একটু নিদ্রা আকর্ষণ হচ্ছিল, ক্রন্দন ধ্বনিতে অমনি তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল, দেখি গিয়ে রজনী শেষে কে শব দাহ ক'রতে এল, অজ্ঞাতে দাহ না করে, দানের কড়ী অগ্রে আদায় ক'রতে হবে। আঃ! কি নিষ্টর কাজ, বিয়োগ জনিত দুঃখে খেদান্বিত, চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভেসে যাচ্চে, হা হতস্মি শব্দে

শশ্মান কম্পিত করে তুলচে, এমন নিদারুণ সময়ে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ না করে, দুঃখের দুঃখি না হয়ে প্রকৃত চণ্ডালের ন্যায়, লৌহবৎ কঠিন হৃদয় হয়ে দান চাওয়া! হায়! যখন এ দেহ চণ্ডালে বিক্রয় করেছি, তখন আর আমার অনুচিত কাজ এ জগতে কি আছে! এখন যাই, প্রভুর আজ্ঞা প্রতি-পালন না ক'রলে পাপের আশঙ্কা আছে। (অগ্রসর হইয়া) দেখছি, স্ত্রী-লোক, একটী বালক কোলে করে; আহা! অনুমান হয়, ঐ স্ত্রী-লোকটীর উটী সন্তান হ'বে! হায়! কি সর্ব্বনাশ, জগদীশ! তোমার কার্য্যের অভীসন্ধি কার সাধ্য অবগত হতে পারে। (অগ্রসর হওন)।

শৈব্যা। (আগন্তুককে দেখিয়া সভয়ে) এ কে? এ আবার কে এ দিকে আসচে? জগদীশ! অদৃষ্টে যত দুর অনিষ্ট ঘটবার তাত ঘটেছে, কেবল একমাত্র সতীত্ব ধন অবশিষ্ট আছে। নাথ! আমি অনাথিনী, নিঃস্বহায় একাকিনী এই রজনীতে এই শ্মশানে উপস্থিত, আমায় আমার বলে রক্ষা করে এ জগতে এমন কেউ নাই। নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। ওগো তুমি কে গা?

হরি। আমি বীরবাহু চণ্ডাল, এই শ্মশানের দান আদায় করে থাকি, তোমার কান্না শুনে আমি দানের কড়ী আদায় ক'রতে এলুম। দাও, দানের কড়ী দাও।

শৈব্যা। ওগো! আমি অনাথিনী, দুঃখিনী, এই গ্রামের এক জন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসত্ব করি, আমার নিকটে এখন কিছুই নাই, তুমি দয়া কোরে আমায় ক্ষমা কর। দান দেবার আমার সঙ্গতি নাই।

হরি। আমার প্রভু দান না নিয়ে শব দাহন ক'রতে দিতে নিষেধ করে-ছেন, আমি কি কোরব, আমার কোন ক্ষমতা নাই; প্রভুর আজ্ঞা পালন না ক'রলে তিনি রাগত হবেন, কত তিরস্কার ক'রবেন, দান না দিলে শব দাহন ক'রতে পাবে না।

শৈব্যা। হায়! তবে কি হবে, কে এ আসন্ন দায় হ'তে মুক্ত ক'রবে! ওগো! আর যে আমি অপেক্ষা ক'রতে পারি না, আমার বুক যে ফেটে যায়।

হরি। (স্বগতঃ) আহা! এই স্ত্রীলোকটীর দুঃখ দেখে, পাষাণ দেহও বিগলিত হয়। (প্রকাশ্যে) ওগো! আমিও তোমার মত অত্যন্ত দুঃখি।

শৈব্যা। এই অপরিচিত চণ্ডাল ভৃত্যও আমার অবস্থা দেখে দুঃখিত হ'য়ে ক্রন্দন কচ্চে। হা প্রাণনাথ! তুমি এ সময় কোথা রইলে, অধিনীর অবস্থা একবার চক্ষে দেখে যাও। নাথ! এ বিপদ হতে রক্ষা কর। তোমার সাধের ধন, তোমার কোলের রতন দেহত্যাগ করেছে, তোমার পত্নী মৃত পুত্র কোলে করে, একাকিনী এই শশ্মানে অবস্থান কচ্চে, এমন সঙ্গতি নাই, যে মৃত দেহ দাহন করে। হা প্রাণেশ্বর! এখন কি করি, কি উপায়ে উপস্থিত বিপদ হ'তে মুক্ত হই।

হরি। (স্বগত) এই স্ত্রীলোকটীর খেদোক্তি শ্রবণ করে, একে পতি বিরহিনী বোধ হচ্চে। আহা প্রিয়ে! তুমিও আমার বিরহে এমনি করে কত বিলাপ কচ্চ; যা হোক, একে দুটো প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করি। (প্রকাশ্যে) ওগো! বিধাতার লিপি কেও খণ্ডন ক'রতে সমর্থ হয় না, তোমার অদৃষ্টে পতি বিরহ, সন্তান বিয়োগ দুঃখ লিপি ছিল তাই ঘটেছে, বৃথা ক্রন্দন ক'রলে কি হবে বল।

শৈব্যা। আমি কি সাধে রোদন কচ্চি, আমার দুঃখের কথা বোধ করি জড় দেহও শ্রবণ ক'রলে অশ্রুপাত করে। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) তা এখন আর কি করি, নিকটে ত কিছুই নাই, আয়ত্ব রক্ষার জন্য কেবল বলয় গাছটী আছে, তা এই গাছটী দি। (হাত হইতে বলয় খুলিয়া) ওগো! আমার কাছে আর কিছুই নাই, এই বলয় গাছটী ছিল, এই নাও, শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করে দাও। (বলয় প্রদান)

হরি। (বলয় গ্রহণ করিয়া) ইস্! এ বালা গাছটী ত ভারি মন্দ নয়, (অস্তাচল গমনোন্মুখী চন্দ্রালোকে দর্শন করিয়া) চন্দ্রিমালোকে এ অলঙ্কারটীকে দিব্য চাকচক্য মূল্যবান্ বোলে বোধ হচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এ স্ত্রীলোকটী অতি দুঃখি, শ্রমিজীবি বলে পরিচয় দিলে, দাসী, তবে এ এতাদৃশ বহুমূল্য দ্রব্য কোথা পেলে। এ গাছটী কি কিত্রিম, তাই হবে; ভাল একটা আলো এনে কেন সন্দেহ দূর করি না। ওগো! তুমি এই খানে একটু অপেক্ষা কর, আমি ঐ কুটির হ'তে দীপ আনয়ন করি।

[চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রের প্রস্থান।

শৈব্যা। বোধ হয় বালা গাছটী পেয়ে ওর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়ে থা'কবে। আশ্চর্য্য কি! হ'তেও পারে। আমি দুঃখিনী, দাসী বলে পরিচয় দিয়েছি, এরূপ বালা আমার হাতে থাকা অসম্ভব। হায়! অবস্থার উপর সকলই নির্ভর করে, বালা গাছটী কৃত্রিম, কি সত্যই সোণার তাল করে দেখবার জন্য কুটীরে গমন করেছে। আঃ! আর যে বিলম্ব সহ্য হয় না, হৃদয় যে জ্বলে গেল! কতক্ষণে চণ্ডাল ভৃত্য আগমন করে চিতা প্রস্তুত করে দেবে।

(চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।)

হরি। হ্যাঁগা! তুমি এই বালা গাছটী কোথা পেলে? ইটী মূল্যবান্ বলে বোধ হচ্ছে। কে তোমায় এ বালা দিলে?

শৈব্যা। ওগো! আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না। কেন আর জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি দেও। তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি, শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করে দাও। (উচ্চৈঃস্বরে) বাছারে! তোর মনে কি এই ছিল, তোর অভাগিনী জননীকে অকুল পাথারে ভাসিয়ে তুই কোথায় গেলি। রে পোড়া কাল! তুই আজ কি সর্ব্বনাশ ক'রলি, ভুজঙ্গবেশে সূর্য্য বংশ ধ্বংস ক'রলি! হা, হৃদয়বল্লভ! তোমার প্রাণাধিক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছে, এ সংবাদ শুনলে তুমি তখনি প্রাণত্যাগ ক'রবে, হায়! তোমার দাসী শৈব্যার দশা———(অর্দ্ধোক্তি।)

হরি। কি, কি!! তুমি শৈব্যা! মহিষি! প্রিয়ে! প্রিয়ে! বাবা রোহিত! রোহিতকে সর্পাঘাত হয়েছে, বাছা প্রাণত্যাগ করেছে! বাছারে আমার———(সংজ্ঞা শূন্য ভূমিতে পতন।)

শৈব্যা। অ্যাঁ—আমি জাগ্রত, না, স্বপ্ন দেখছি, না চৈতন্য শূন্য পাগল হ'লেম? আমি কি সত্যই প্রাণ নাথের কণ্ঠ স্বর শু'নলেম? নাথ! নাথ! আপনি এখানে। (হরিশ্চন্দ্রের পদতলে পতিত হইয়া) মহারাজ! অধিনীর কি শেষ এই দশা কল্লেন, অভাগিনীকে ফেলে চলে গেলেন। পোড়া যম! আর কেন বিলম্ব কচ্চিস্, শীঘ্র তোর দূতেদের আমাকে লয়ে যেতে প্রেরণ কর। নাথ! গেলে, গেলে, দাসীকে একলা ফেলে গেলে? যেও না, যেও না, আমি এখনি যাচ্ছি, যাচ্ছি,—এই চল্লেম। (মূর্চ্ছা।)

হরি। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) কৈ, কৈ, প্রিয়ে! প্রাণাধিক রোহিত! এই যে, ও কি! মহিষি! হৃদয়েশ্বরি! হায়, হায়, কি হলো, এত দিনে বুঝি হরিশ্চন্দ্র সত্যই হৃতসর্ব্বস্ব হলো, আজ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মনোরথ পূর্ণ হলো। (গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া) সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে গেছে, হৃদয়ে স্পন্দের লক্ষণ অনুভব হচ্চে না। (নাসিকারন্ধ্রে হস্ত দিয়া) হায়! শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ। জগদীশ! আর কেন আমায় যন্ত্রণা দেও, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ধন, সকলি বিনষ্ট হলো, তবে আর কেন এ দেহ ভার বহনের কষ্ট পাই! একি, মহিষী সংজ্ঞা প্রাপ্তা হচ্চেন না কি? প্রিয়ে, প্রিয়ে!

শৈব্যা। (চৈতন্য প্রাপ্তা হইয়া) মহারাজ! আমার হৃদয় জ্বলে গেল, বাছা রোহিতের বিরহাগ্নিতে সর্ব্ব শরীর পুড়ে গেল। নাথ! আসন্নকালে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করবার একবার অভিলাষ ছিল, এখন সে আশা পরিপূর্ণ হয়েছে। তবে আর কেন বিলম্ব, আপনি শীঘ্র চিতার আয়োজন করুন।

হরি। প্রিয়ে! ভাল কথা বলেছ, আমি অবিলম্বেই চিতা প্রস্তুত করছি। দাও, একবার প্রাণাধিক রোহিতকে জন্মের মত কোলে করি। (রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া) বাবা, বাবা, রোহিত! তোর মনে কি এই ছিল। বাবা! তোর পিতা মাতাকে অনাথ করে কোথায় গেলি! বাছা, তোর বিরহ শোক আমরা কখনই সহ্য ক'রতে পা'রব না। তোর সঙ্গে, তোর চিতাতেই, আজ সকল যন্ত্রণার শেষ করব। প্রিয়ে! ধর, রোহিতকে ধর, আমি চিতার আয়োজন করি।

(হরিশ্চন্দ্রের চিতার আয়োজন ও অগ্নি দ্বারা চিতা প্রজ্বলিত করণ।)

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।

এ কি অপরূপ রীতি দেখি এ জগতে।
নানা দুঃখ ভোগ করে ধার্ম্মিক জনেতে॥

অধর্ম্মের সদা জয়, ধর্ম্মের নাহিক শ্রয়,
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, দৃষ্টান্ত দেখ তারতে।
ধর্ম্ম হেতু রাজ্য ধন, ব্রাহ্মণে করি অর্পণ,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে, আজি মরে সবংশেতে॥

হরি। প্রিয়ে! চিতা প্রজ্বলিত হয়েছে, এস একত্রে প্রবেশ করি। জগদীশ! তোমার কার্য্যের অভিসন্ধি সামান্য মানব বুদ্ধির অগম্য। মন! এই আসন্ন কালে পার্থিব নশ্বর পদার্থ সকল হতে অবসর লয়ে, একবার অনাদি-অনন্ত পুরুষের চিন্তা কর। কর্ম্মভোগরূপ ভব যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ কর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তাকে স্মরণ কর। নাথ! প্রমাদ বশতঃ কত কথাই তোমায় বলেছি, সে সকল ক্ষমা ক'রবেন, অনুগ্রহ করে দাসকে চরণে স্থান দিবেন।

(হরিশ্চন্দ্র সস্ত্রীক মৃত পুত্রের সহিত চিতারোহণোদ্যম)।

(নেপথ্যে) মহারাজ: ক্ষান্ত হ'ন, ক্ষান্ত হ'ন।

হরি। এ কি! দৈববাণী হ'ল না কি? মহিষি! তুমি কি কিছু শুনতে পাও নাই?

শৈব্যা। মহারাজ! পশ্চাৎ থেকে কে যেন আমাদের চিতারোহণে নিষেধ ক'রলেন।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।)

এই যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঠাকুর আসচেন! বোধ হয় ইনিই আমাদের নিবারণ করে থা'কবেন।

বিশ্বা। (নিকটে আগমন করিয়া) মহারাজের জয় হ'ক! মহারাজ! এ ধরা মধ্যে তুমিই ধন্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক আর দ্বিতীয় নাই, তুমি অলৌকিক ধর্ম্ম বলে দেবতাদের পর্য্যন্ত পরাভূত করেছ।

(হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার ঋষি চরণে প্রণাম)।

হরি। প্রভু! ধর্ম্ম কর্ম্মের কি এই পরিণাম? না না, আমি মহাপাপী, আমার ন্যায় পাতকী বোধ হয় এ ধরাধামে আর নাই, ইহ জন্মে না হয়

জন্মান্তরে অবশ্যই কোন মহাপাপের কার্য্য করে থা'কবো, তা না হলে এত কষ্টভোগ সহ্য ক'রতে হবে। রাজ্য ভ্রষ্ট, হৃতসর্ব্বস্ব, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বিচ্ছেদ, চণ্ডালের দাসত্ব, স্ব-হস্তে স্ত্রী বিক্রয়—প্রভু! এ সকল আমার ইচ্ছাকৃত কার্য্য, সুতরাং সে সমস্তের জন্য এক মুহূর্ত্তও দুঃখিত নই কিন্তু প্রাণাধিক রোহিতের বিয়োগ শোকে আত্মাকে কলুষিত করেছে, পিতার সম্মুখে পুত্রের অকাল অপঘাত মৃত্যু পিতার পাপেই ঘটনা হয়ে থাকে (মৌনাবলম্বন)।

শৈব্যা। ঠাকুর! এ সময়ে দয়া করে দেখা দিয়ে বড় উপকারই করেছেন, আপনার পবিত্র চরণ দর্শন ক'রতে ক'রতে প্রাণত্যাগ ক'রলে আত্মহত্যা পাপের আর আশঙ্কা থাকবে না। প্রভু! দয়া করে অনুমতি করুন, চিতারোহণ করে এ অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হই।

বিশ্বা। রাজ্ঞি! আশ্বস্তা হও, তোমার রোহিত প্রাণত্যাগ করে নাই।

শৈব্যা। প্রভু! কি বল্লেন, কি বল্লেন! আমার রোহিত জীবিত আছে, রোহিত কি আবার আমায় মা বলে ডাকবে? (মূর্চ্ছা)

বিশ্বা। মহারাজ! রাজ্ঞীকে সুস্থ,-করুন, এ কি! অমন করে নিস্পন্দজড়ের মত রয়েছেন কেন? রাণীকে সুস্থ,-করুন, আমি এখনি রোহিতের চৈতন্য সম্পাদন ক'রছি।

হরি। ঋষিরাজ! আপনার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, রাজ্ঞী আপনিই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হচ্চেন। মহিষি! উঠ, আর চিন্তা কি, ঋষিরাজ রোহিতকে বাঁচিয়ে দেবেন।

(কৌণ্ডিল্য ব্রাহ্মণের প্রবেশ)।

বিশ্বা। এ সেই ব্রাহ্মণ নয়, এরই নিকট রাজ্ঞীকে বিক্রয় করা হয় না?

হরি। আজ্ঞা, তাঁরই মতন বোধ হচ্চে। (শৈব্যার গাত্রোত্থান)।

শৈব্যা। ঋষিরাজ! আর বিলম্ব করেন কেন? দয়া করুন, আর কি জন্য দগ্ধ কর্চ্চেন।

বিশ্বা। রাজ্ঞি! রোহিতকে কোলে কর, আমি জীবন সঞ্চারিণী বিদ্যাবলে প্রাণ দান দিচ্চি।

(শৈব্যার রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন।)

বিশ্বামিত্র রোহিতের গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ।

শৈব্যা। গা গরম হয়ে উঠেছে—এই যে নিশ্বাস——নিশ্বাস প'ড়ছে।

হরি। রোহিত চেয়েছ, রোহিত চেয়েছ!

শৈব্যা। তাইত, তাইত! বাবা, বাবা! (বারম্বার মুখ চুম্বন।)

কৌণ্ডি। জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়।

(বীরবাহু চণ্ডালের প্রবেশ।)

বীর। জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়।

হরি। একি! এঁরা আমার জয় শব্দ উচ্চারণ কচ্চেন কেন? বীরবাহু এরূপ সাধু শব্দ প্রয়োগ ক'রতে কতক্ষণ শিখলে?

বিশ্বা। মহারাজ! আশ্চর্য্য হবেন না, দেবতাদের মনোরথ আর আপনার ধর্ম্মের পরীক্ষা অদ্য উভয়ই পূর্ণ হয়েছে।

হরি। ঋষিরাজ! দেবচরিত্র, ঋষিচরিত্র সামান্য মানব বুদ্ধির গম্য নয়। আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

(নেপথ্যে) ঋষিরাজ এই দিকেই গমন করেছেন।

(জনৈক শিষ্যের সহিত মন্ত্রী ও বয়স্য লম্বোদরের প্রবেশ।)

হরি। এ আবার কি! এঁরা এমন সময় এখানে কি নিমিত্ত।

লম্বো। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! মহারাজ! আপনি এখানে? (পরস্পরে আলিঙ্গন।)

মন্ত্রী। (নিকটে গমন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ! এখানে যে আপনার দর্শন পাব, তা মনেও করি নাই।

বিশ্বা। তোমরা এখানে কি নিমিত্ত আগমন করেছ?

মন্ত্রী। ঋষিরাজ! অদ্য কয়েক মাস থেকে রাজ্যে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আধিব্যাধি প্রভৃতি নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়েছে। প্রজাগণ সর্ব্বদা হাহা-

কার শব্দে রাজ্য আকুলিত করে তুলেছে। এই সংবাদ আপনাকে দেবার জন্য, প্রথমতঃ আশ্রমে গমন করি, সেখানে এই শিষ্যের মুখে আপনি পুণ্য-ধাম কাশীধামে আগমন করেছেন শুনে, শিষ্যের সমভিব্যাহারে এখানে আগমন কচ্চি। ঋষিরাজ! সিংহের ভার শৃগালে কতক্ষণ বহন ক'রতে পারে, আমার দ্বারা রাজ্য রক্ষা হওয়া কথনই সম্ভব নয়। ঋষিরাজ! রাজ্য ভার আপনি স্ব-হস্তে গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। মন্ত্রি, তুমি সে জন্য চিন্তিত হইও না, আমি উপযুক্ত হস্তেই অবিলম্বে রাজ্যভার প্রদান ক'রব।

(বিঘ্নরাজের প্রবেশ।)

বিঘ্ন। একি দেখি! দেবগণ, ঋষিরাজ, রাজা—
মিলিত একত্রে সবে। উপযুক্ত সভা
বর্ণিতে রাজার গুণ, বলি কুতূহলে।
মহারাজ অবধান! আমি বিঘ্নরাজ,
জানে না আমায় হেন কে বা আছে কোথা?
দেবগণ আপনার, ধর্ম্ম পরীক্ষিতে;
বিরহিত কতদূর, রাগ দ্বেষ আর—
ভক্তিমান এই ঋষি, পরীক্ষিতে উহা,
অপ্সরা ত্রয়ের শাপ, বিমোচন লাগি
পাঠান আমায়। ভীষণ বরাহ রূপ
ধরি মহারাজ, ছলে করে বিমোহিত,
লয়ে যাই আপনারে, যথা পরিবালা,
অবরুদ্ধ লতা পাশে। উপজিল দয়া
তব দয়াদ্র্র হৃদয়ে, উদ্ধারিলা ছিন্ন—
করি লতা পাশ, নাহি জানি শাপ কথা।

ঋষিরাজ ক্রোধে মত্ত, দেখি ছিন্ন পাশ,
ছলে শাপিল তোমায়। রাজ্য, ধন, জন,
সকলি লইল, শেষে দক্ষিণার ছলে
বেচাইল রাজ্ঞী তব, চণ্ডালের ভৃত্য—
করিল তোমায়। তবু মহারাজ! থাকি—
অচল ধর্ম্মের পথে, এক দিন তরে
শোচিলে না আপনার দশা, সদা সুখী;
ধন্য মহারাজ! ধন্য আপনি ধরাতে।
তব সম যশোবন্ত দেখি না চক্ষেতে॥

লম্বো। ওরে বাবা, এত কাণ্ড! তাইত, তা না হলে কি মহারাজের এরূপ দশা উপস্থিত হয়।

মন্ত্রী। আমি ত পূর্ব্ব থেকেই বলেছিলাম, এ সমস্ত ঘটনায় কোন গূঢ় কারণ থা'কবে, এ সমস্তই মায়া।

বিশ্বা। মহারাজ! স্বকর্ণে সকলই শ্রবণ ক'রলেন, এ বিষয়ে আমার বিশেষ দোষ নাই। দেবগণ আপনাকে আর আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত ঘটনা বিঘ্নরাজের দ্বারা সম্পাদন করেন।

কৌণ্ডি। দেবতারাও যে, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কষ্ট পান নাই তাও নয়, তাঁদেরও এই পরীক্ষা কার্য্য সমাধা করবার জন্য, মর্ত্ত্যে মনুষ্যবেশে অবস্থান ক'রতে হয়েছে।

বিঘ্ন। মহারাজ! এই দ্বিজ আর বীরবাহু,
নহেন সামান্য লোক। ত্যজি দেবলোক
ধরি নর রূপ, দেখিতে তোমার কার্য্য—
আছেন ধরায়—ইনি ধর্ম্ম, ইনি যম।

হরি। রাজ্ঞি! আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই; এস দেবগণের চরণ বন্দনা করি। (হরিশ্চন্দ্রের সস্ত্রীক দেবগণের চরণে প্রণিপাত।)

বিশ্বা। মহারাজ! আপনাদের সামান্য প্রভুর দাসত্ব ক'রতে হয় নাই। (দেবগণকে সম্বোধন করিয়া) যা'হক এক্ষণে আপনারা নিজ নিজ বেশ ধারণ করে মহারাজকে আপ্যায়িত করুন।

বীর। অবশ্য মহারাজের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমরা স্বীয় বেশে সাক্ষাৎ দিতে প্রস্তুত আছি। মহারাজ! রাজ্ঞী ও কুমারের সহিত আপনি পবিত্র জাহ্নবী জলে অবগাহন করে পবিত্র দেহে শীঘ্র আগমন করুন। অদ্যাবধি আপনার এই অপার কীর্ত্তি লোকত্রয়ে ঘোষণা ক'রবে।

হরি। দেব! আমাদের কি দাসত্ব মোচন হয়েছে।

কৌণ্ডি। মহারাজ! কিসের দাসত্ব? ধর্ম্মের জন্য তুমি কতদূর পর্য্যন্ত কষ্ট সহ্য ক'রতে পার, সেইটী দেখবার জন্য এ সমস্ত ব্যাপার ঘটনা করা হয়েছিল।

শৈব্যা। মহারাজ! এ সমস্ত কি সত্য ঘটনা? না, স্বপ্ন দেখছি।

বিশ্বা। রাজ্ঞি! সাংসারিক সুখ দুঃখ স্বপ্ন সমানই বটে! যা'হক আর বিলম্ব কর না, দেবতাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করে শীঘ্র মেঘ মুক্ত শশীর ন্যায় পুনরাগমন কর। মহারাজ! এক্ষণে স্বীয় হস্তে স্বীয় রাজ্য ভার গ্রহণ করে আমায় অব্যাহতি দিন।

লম্বো। (নৃত্য করিতে করিতে) "ধিন্ তা ধিনা পাকা নোণা।" জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়, জয় ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রের জয়।

মন্ত্রী। একি, তুমি আজ পাগল হলে না কি? দেবগণ সমক্ষে নৃত্য ক'রতে তোমার লজ্জা বোধ হচ্চে না। রাজ্যে প্রত্যাগমন করে যত পার তত নেচো।

হরি। বয়স্য! আমাদের সঙ্গে এস, রোহিত তোমার কাছে যাবার জন্য চঞ্চল হয়েছে।

লম্বো। (নিকটে গমন পূর্ব্বক রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া পুনর্ব্বার নৃত্য করিতে করিতে রাজ্ঞী ও রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

বিশ্বা। দেবগণ! আসুন আমরা ঐ তমাল তলে মহারাজের পুনরভিষেকের আয়োজন করিগিয়ে।

কৌণ্ডি—বীর। ভাল, চল অভিষেকের আয়োজন করা যা'ক।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মণিকর্ণিকা সন্নিহিত উপবন মধ্যে

রাজসভা।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনৈক শিষ্য, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বিঘ্নরাজ ও মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ছত্র ও দণ্ডধারী অমাত্যদ্বয় এবং মন্ত্রী দণ্ডায়মান।

বিশ্বা। দেবগণ! দেখুন দেখি সভা রীতিমত সজ্জিত হয়েছে কি না?

ইন্দ্র। মহর্ষি! আপনার কার্য্যে কি কোন ছিদ্র থাকবার সম্ভাবনা আছে। আপনার ইচ্ছায়, এই উপবন আমার পারিজাত কানন অপেক্ষা এবং এই সভা আমার সভাপেক্ষা মনোহর শোভা ধারণ করেছে।

বিশ্বা। দেবগণ! মহাবাজ হরিশ্চন্দ্র যেরূপ অসীম কষ্ট সহ্য করেছেন, সে সমস্তই আপনারা অবগত আছেন। এক্ষণে মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য আমাদের সকলেরই সাধ্যমত যত্ন করা কর্ত্তব্য। ছত্রবাহক! তুমি এই সিংহাসনের পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান হও, দণ্ডধারি! তুমি এইখানে, এই সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। দেবরাজ! আপনাকে আজ অভিষেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করতে হবে।

ইন্দ্র। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম উপস্থিত থাকতে, অভিষেক কার্য্য আমার সম্পাদন করাটা ভাল দেখায় না। আমার মতে ধর্ম্মেরই এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম। আচ্ছা, আপনাদের যা অভিরুচি তাই হবে।

(রাজবেশে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মহিষী, কুমার ও বয়স্যের প্রবেশ।)

দেবগণ ও ঋষিচরণে অভিবাদন।

ধর্ম্ম। মহারাজ! আপনি এই সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হয়ে, সর্ব্বদা সুখভোগে জীবনযাপন করে, পরে যেরূপ অসীম ক্লেশ ও কষ্ট সহ্য করেছেন, বোধ হয় সেরূপ কষ্ট আর কখন কেহ ভোগ ক'রতে সমর্থ হন নাই। শুদ্ধ আপনি নন, আপনার সহিত রমণীকুলের শিরোমণি রাজ্ঞী

শৈব্যা এবং কুমার সদৃশ কুমারও যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করেছেন। সচিব শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিমহাশয় এবং আপনার প্রিয় বয়স্য লম্বোদরও আপনার বিরহে যার পর নাই যন্ত্রণা সহ্য করেছেন এবং সেই সঙ্গে আপনার অসীম রাজ্যের অগণ্য প্রজাবর্গও আপনার অভাবে অহরহ হাহাকার রবে দিনযামিনী অতিপাত করেছে। রাজন্! এই সমস্ত দুঃখ ভোগ দ্বারা অগ্নিপূত সুবর্ণের ন্যায় অধিকতর প্রভাশালী হয়ে এই ধরাধামে অপার কীর্ত্তি সংস্থাপন ক'রলেন। মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে জীব জন্ম পরিগ্রহ করে, কেবল ভাবী কালের অনন্ত সুখভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে থাকে, ঐহিক সুখ দুঃখ ক্ষণিক মাত্র। যে ব্যক্তি ঐহিক সুখে উন্মত্ত হয়, সেই ভ্রান্ত নর ভাবী অনন্ত সুখের পথ অর্জ্জিত পাপরূপ কণ্টক দ্বারা অবরোধ করে। মহারাজ! আপনি তদ্বিপরীতে কার্য্য করেছেন, অপরিসীম ক্লেশ ও যন্ত্রণাদি একমাত্র ধর্ম্মের নিমিত্ত সহ্য করেছেন। আপনার এই অপরূপ কীর্ত্তি ত্রিজগতী মধ্যে যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের লেশ মাত্র অবস্থান ক'রবে সে পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান থা'কবে। এক্ষণে আর শুভ কার্য্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশমত আমি আপনাকে আপনার রাজ্যে পুনঃ অভিষেক ক'রচি।

সকলে। জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়।

[ধর্ম্মরাজ, দেবরাজ এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে সিংহাসনে উপবেশন ইত্যাদি।]

সকলে। জয় জয়, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়! জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!

[নেপথ্যে মাঙ্গলিক বাদ্য ও বিমান হইতে পুষ্প বৃষ্টি]

লম্বো। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! বিমান হ'তে পুষ্প বৃষ্টি হচ্চে!

বিদূ। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া,) একি! স্বর্গপথ দিয়ে রথারোহণে পরম রূপসী রমণীত্রয় এই দিকে আগমন কচ্চেন। [সকলের ঊর্দ্ধে দৃষ্টি]

নেপথ্যে সংগীত।

রাগিণী সুরট মল্লার, তাল কাওয়ালি।

উদিল সুখ তপন, মনমোহন্ বরণে।
আমোদে ভাসিল হেরি ধরাবাসী জনে॥
কমল সরসী পরে, নাথে হেরি হাস্য করে,

বিরহ সন্তাপ হরে, দেখরে নয়নে।
দুঃখ নিশা অবসান, সুখে উজল বয়ান,
হইলরে এত দিনে, হেরি শৈব্যা রাজনে॥

হরি। এঁদের যেন পূর্ব্বে কখন একবার দেখেছি দেখেছি বোধ হচ্চে, আহা, এমন অপরূপ রূপসী রমণী ত কখন দেখি নাই।

লম্বো। আহা, কি অপূর্ব্ব সুগন্ধি বাহির হয়েছে! এরূপ সুরভি আঘ্রাণ জন্মেও করি নাই।

[বিদ্যাত্রয়ের বিমান পথ হইতে অবতরণ]

১ বিদ্যা। জয় মহারাজ হবিশ্চন্দ্রের জয়, জয় ধর্ম্মরাজের জয়।

২ বিদ্যা। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) মহারাজ! আমাদের কি আপনি চিন্তে পাচ্ছেন, আমরা সেই লতাপাশাবৃত রমণীত্রয়। আপনি যাঁদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে লতাপাশ হতে মোচন করে এই অপরিসীম দুঃখ ভোগ করেছেন।

৩ বিদ্যা। রাজন্! দেবগণ আপনার ধর্ম্ম পরীক্ষা করার নিমিত্ত, দ্বিতীয় নারদ স্বরূপ এই মহাত্মা বিঘ্নরাজ কর্ত্তৃক সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। এক্ষণে দেবগণ সকলেই আপনার অসাধারণ ক্লেশ সহিষ্ণুতা দেখে বিস্মিত হয়ে আপনার অসাধারণ কীর্ত্তি প্রচার কল্লেন।

১ বিদ্যা। মহারাজ! আমরা দেবরাজের পারিজাত কানন হতে এই মালা গেঁথে এনেছি, অনুমতি করুন রাণীর ও আপনার গলদেশে পরিয়ে দি।

ইন্দ্র। সুন্দরি! এবিষয়ে আর মহারাজের অনুমতি অপেক্ষা কচ্চে না, তোমরা মহারাজের ও রাণীর গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান কর।

(বিদ্যাত্রয় কর্ত্তৃক পারিজাতপুষ্পমাল্য মহারাজের ও রাণী শৈব্যার গলদেশে প্রদান।)

বিশ্ব। তবে আর বিলম্ব কি, আমাদের কার্য্য সমাপন হয়েছে, এক্ষণে মহারাজ স্বীয়রাজ্যে গমন করে প্রজাগণের উৎকণ্ঠা দূর করুন্।

সকলে। শুভস্য শীঘ্রং।

লম্বো। মহাশয়গণ! আমার একটী কথা আছে, যদি আপনারা রক্ষা করেন?

ইন্দ্র। কি কথা আছে বল, এরূপ আনন্দের সময় তোমার কথা অবশ্যই রক্ষা করা হবে।

লম্বো। দেবরাজ! শুনেছি এই রমণীরা আপনার নর্ত্তকী, আমাদের ভাগ্যে এরূপ স্বর্গনর্ত্তকীর নৃত্য দেখা কখনই ঘটনা হবে না, তাই যদি অনুগ্রহ করে ওঁদের একবার এইখানে নৃত্য ক'রতে অনুমতি করেন।

ইন্দ্র। মহারাজ! আপনার বয়স্যকে ত বিলক্ষণ রসিক পুরুষ দেখছি, ভাল তাই হোক, (বিদ্যাত্রয়কে সম্বোধন করিয়া) এরূপ আনন্দের সময় বোধ হয় তোমারা কিঞ্চিৎ শ্রমস্বীকার ক'রতে অসম্মত হবে না।

১ বিদ্যা। দেবরাজের আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন কর্‌তে পারি। বিশেষ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যেরূপ আমাদের উপকার করেছেন, তাতে আমাদের পূর্ব্বথেকেই ইচ্ছা ছিল, একবার মহারাজের রাজসভায় গমন করে যথাসাধ্য নৃত্যগীত দ্বারা মহারাজকে সন্তোষ ক'রব।

(বিদ্যাত্রয়ের নৃত্য এবং গীত।)

রাগিণী বেহাগ, তাল কয়ালি।

বহুদিন পরে আজি সব সন্তাপ ঘুচিল।
বিচ্ছেদ দুঃখের নিশা এতদিনে প্রভাতিল॥
নবশশীর কিরণে, কুমুদ আনন্দ মনে,
হাসি হাসি মুখে যেন, সরসী জলে ভাসিল।
এতদিন যে অন্তর, ছিল সদা সকাতর,
এহেন দম্পতি হেরি সে, ও, আমোদে মোহিল॥

লম্বো। সভ্যগণ! আপনারা আমায় ক্ষমা ক'রবেন, এরূপ আনন্দের সময় আমি একবার না নেচে থাকতে পাচ্চি না। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিদ্যাত্রয়ের সহিত নানা ভঙ্গিতে নৃত্য।

সকলে। জয় জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়, জয় ধর্ম্মরাজের জয়, জয় দেবগণের জয়।

সকলের প্রস্থান।

(যবনিকাপতন)